Final Version

ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

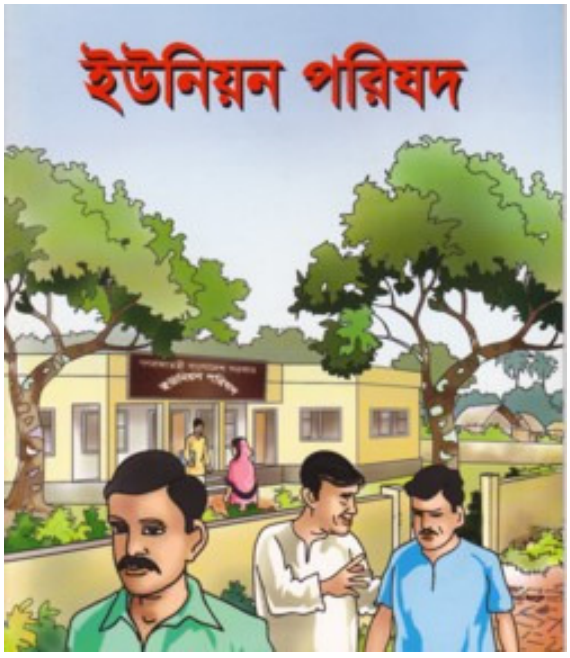

অক্টোবর, ২০১০

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

কাজী সাহিদুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী

রমা সাহা

মলয় চাকী

আতিকুজ্জামান

সহায়তায়

আশেকে এলাহী সুমন

এ.এস.এম.মাসুদুল হাসান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

নিরাপদ এবং এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প,কেয়ার বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ বিশ্বের দরিদ্রতম এ দেশের মানুষের উপর দানবের মত আঘাত হানে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবে বিপদাপন্ন এদেশের বেশির ভাগ মানুষকে প্রতিনিয়তই দুর্বিষহ দারিদ্রের পাশাপাশি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সহ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম দুর্যোগের কারণেও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম জনগোষ্ঠী বিনির্মাণ আজ সারা বিশ্বের প্রধানতম অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই এ মডিউলটি রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানামুখি মডিউল/ম্যনুয়াল থাকলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা নিয়ে পূর্নাঙ্গ মডিউল/ম্যানুয়াল এখন পর্যন্ত খুব বেশী নেই। এ কারণেই মডিউলটি রচানায় অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ই সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, প্রতিটি অধিবেশনের বিন্যাসে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এরপরও ম্যনুয়ালটিতে নানা রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে পরবর্তীতে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা যাবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে যারা সরাসরি মাঠপর্যায়ে কাজ করবেন, আশাকরি সহায়িকাটি তাদের কাজে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কাজী সাহিদুর রহমান
সমন্বয়কারী, নিরাপদ

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০৫
সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন	০৭
মডিউল ব্যবহার বিধি	০৭
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	০৮
প্রশিক্ষণ কারিকুলাম	০৯
অধিবেশন ০১: উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি	১২
অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারণা	১৬
অধিবেশন ০৩: দুর্যোগ ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত সরকারী আদেশাবলী	২৩
অধিবেশন ০৪: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি	২৮
অধিবেশন ০৫: সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তাপ্রচার	৩৬
অধিবেশন ০৬: দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন এবং জরুরী সাড়াপ্রদান	৪৬
অধিবেশন ০৭: দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা	৫৬
অধিবেশন ০৮: ঝুঁকি নিরুপন ও ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ণ	৬৮
অধিবেশন ০৯: দুযোগ হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে এ্যাডভোকেসি ও তার কৌশলসমূহ	৭৭
অধিবেশন ১০: সমাপ্তি অধিবেশন	৮১

ভূমিকা

দুর্যোগ ও বাংলাদেশ একই অর্থে গাঁথা। প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন দুর্যোগ আমাদের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে। দারিদ্রের পাশাপাশি প্রতিনিয়তই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয় আমাদের। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ও কার্যকর মোকাবেলায় কেয়ার বাংলাদেশ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে মূলত সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপন প্রশিক্ষন মডিউলটি প্রনয়ন করা হয়েছে।

দুর্যোগের ক্ষতি প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে অবকাঠামোগত, যেমন: রাস্তাঘাট, সেতু, ঘর-বাড়ী ইত্যাদির ক্ষতি। অপরটি পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষতি। অবকাঠামোগত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য প্রতিবছরই বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের মত গরীব দেশের জন্য একটি বিশাল বোঝা। অবকাঠামোগত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত দিক চিন্তা করে কেয়ার বাংলাদেশ তার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে, যাতে দুর্যোগ কবলিত মানুষ দুর্যোগ মোকাবেলার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে।

এটি প্রমানিত যে, দক্ষ জনশক্তি ও পেশাদারীত্ব দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রয়োজন প্রশিক্ষন। প্রশিক্ষন মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্পৃহা বাড়ায়।

কার্যকর ও ফলপ্রসূ দূর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগে যে জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের দক্ষ করে তোলার বিকল্প নেই। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই কমিটির কর্মতৎপরতাকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষন সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ ও কেয়ার বাংলাদেশ আশা করছে প্রশিক্ষনের জন্য এই সহায়িকাটি ভালো অবদান রাখবে।

মডিউল ব্যবহারকারী

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়ক

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী হবেন ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যবৃন্দ ।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরণ, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে ।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শণ
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- জোড়া দলে আলোচনা
- ঘটনা বিশ্লেষন
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- গল্পবলা

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, সহায়ক তথ্য, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্লাইড, ল্যাপটপ, ভিপকার্ড

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন-

- অংশগ্রহনকারীদের বয়স,মানসিকতা,সামাজিক মূল্যবোধ ও কৃষ্টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষন কৌশল নির্ধারন করা ।
- সরাসরি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা । প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে অংশগ্রহনকারী লজ্জা পেতে পারেন । ফলে পুরো প্রশিক্ষনে তার আচরনে বিরুপ প্রভাব পরতে পারে ।
- প্রশিক্ষনটি অংশগ্রহনকারীদের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে পারিচালনা করতে হবে ।
- প্রশিক্ষনে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের মতামত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে ।
- বিতর্কিত বিষয় যেমন: রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন্দল ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে ।
- বয়োজ্যৈষ্ঠ অংশগ্রহনকারীদের সম্বোধন সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে ।
- সার্বিকভাবে নমনীয়তার নীতি অনুসরন করে অধিবেশন পরিচালনা করতে হবে ।
- অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে সেশনের প্রতিপ্রাদ্য আত্বস্থ করুন । অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও পরিচালনার নিয়মাবলী পড়ুন ও ভালোভাবে বুঝে নিন ।
- সকল অংশগ্রহনকারীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন উপকরন নিশ্চিত করুন ।
- অধিবেশন পরিচালনার প্রয়োজনীয় উপকরনগুলো আগেই হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে ব্যবহার করতে পারেন ।
- দলীয় আলোচনা বা গ্রুপ ওয়ার্ক এর সময় সকল গ্রুপকে প্রয়োজনীয় সময় দেয়ার চেষ্টা করতে হবে ।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহনকারীর সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে । অধিবেশনে কোন অভিনয়/চরিত্র চিত্রন/নাটিকা থাকলে অধিবেশন পরিচালনায় পূর্বেই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন ।
- প্রশিক্ষনে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ছবি, পোষ্টার মুভি ইত্যাদি সেশনের পূর্বেই প্রস্তুত রাখুন ।
- দিনের শেষে কার্যক্রম পর্যালোচনা করুন ।

মডিউল ব্যবহার বিধি-

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন ।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালভাবে পড়ে নিন । এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে ।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন ।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন । তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন ।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন ।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পড়ে আত্মস্থ করুন ।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন । মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন, কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে ।

ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারী- ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্য

সময়কাল - ২ দিন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দিবস	সময়	বিষয়
প্রথম	১০.০০ - ১১.০০	অধিবেশন ০১: উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০ - ১২.১৫	অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারণা
	১২.১৫ - ১.০০	অধিবেশন ০৩: দুর্যোগ ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত সরকারী আদেশাবলী
	১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.০০- ৩.০০	অধিবেশন ০৪: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি
	৩.০০- ৩.৩০	অধিবেশন ০৫: সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৫.০০	চলমান অধিবেশন
	৫.০০	প্রথম দিবসের সমাপ্তি
দ্বিতীয়	১০.০০ - ১০.৩০	প্রথম দিবসের শিখন পর্যালোচনা
	১০.৩০ - ১১.০০	অধিবেশন ০৬: দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন এবং জরুরী সাড়াপ্রদান
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০ - ১২.৩০	চলমান অধিবেশন
	১২.৩০ - ১.০০	অধিবেশন ০৭: দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা
	১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.০০ - ৩.৩০	অধিবেশন ০৮: ঝুঁকি নিরুপন ও ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ণ
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৫.০০	অধিবেশন ০৯: দুর্যোগ হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে এ্যাডভোকেসি ও তার কৌশলসমূহ
	৫.০০ - ৫.৩০	অধিবেশন ১০: সমাপ্তি অধিবেশন

ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারী- ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্য

মেয়াদকাল ঃ ২ দিন

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১. প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১.১ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ১.২ অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি ১.৩ প্রত্যাশা যাচাই ১.৪ কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।	১ ঘন্টা	বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০২. দুর্যোগের মৌলিক ধারণা	২.১ আপদ কি? ২.২ বিপদাপন্নতা কি? ২.৩ সক্ষমতা কি? ২.৪ ঝুঁকি কি? ২.৫ দুর্যোগ কি? ২.৬ দুর্যোগ ও বাংলাদেশ ২.৭ দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ আপদ , বিপদাপন্নতা , সক্ষমতা , ঝুঁকি, দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হবেন ।	৪৫ মিনিট	বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৩. দুর্যোগ ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত সরকারী আদেশাবলী	৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) ৩.২ এসওডি'র প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য ৩.৩ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) , এসওডি'র প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে ও বলতে সক্ষম হবেন ।	৪৫ মিনিট	বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০৪. স্থানীয়/ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি	৪.১ বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা ৪.২ বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ বন্যা ও বন্যার প্রকারভেদ, ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, বন্যার প্রভাব ,বন্যা ব্যবস্থাপনা, বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝতে সক্ষম হবে ।	১ ঘন্টা	বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৫. সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তাপ্রচার	৫.১ বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা ৫.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন ৫.৩ লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং সীমাবদ্ধতা, আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন, এবং পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।	১.৩০ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৬. দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন এবং জরুরী সাড়াপ্রদান	৬.১ অধিকার, মানবতাবাদী এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারণা ৬.২ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন কি এবং এর গুরত্ব ৬.৩ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ফরম্যাট (এসওএস ও ডি ফরম) ৬.৪ উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	এই অধিবেশন শেষে অধিকার, মানবতাবাদী, জবাবদিহিতা, ক্ষয়ক্ষতি , চাহিদা নিরূপন, ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ফরম্যাট, উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।	১.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০৭. দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা	৭.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি এবং ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতি? ৭.২ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ৭.৩ জলবায়ু পরিবর্তনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৭.৪ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ ৭.৫ অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে ধারণা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি ও পদ্ধতি , জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ, এবং অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৮. ঝুঁকি নিরুপন ও ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ণ	৮.১ ঝুঁকি নিরুপন কি? ৮.২ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিশ্লেষণ ৮.৩ ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ৮.৪ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের কৌশল	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিশ্লেষণ, ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন	১.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
০৯. দুযোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী	৯.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে ধারণা ৯.২ এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা ৯.৩ এ্যাডভোকেসীর পদ্ধতি	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।
১০. সমাপ্তি অধিবেশন	১০.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা ১০.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন	এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন ।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার, কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুডমিটার ছক ।

অধিবেশন ০১ : উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১.১ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
১.২ অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি
১.৩ প্রত্যাশা যাচাই
১.৪ প্রকল্প পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই ও প্রকল্প পরিচিতি সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পদ্ধতি

বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

সময়

১ (এক) ঘন্টা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
১.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । এক্ষেত্রে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.১)** এর সহযোগিতা নেবেন ।	১০ মিনিট
১.২	• সহায়ক সৃজনশীল উদ্দীপক খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন করবেন । অংশগ্রহণকারীদের এক জনের সাথে অন্যজনকে পরিচয় করিয়ে দেবেন । এক্ষেত্রে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.২)** এর সহযোগিতা নেবেন ।	২০ মিনিট
১.৩	• সহায়ক এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কি কি বিষয়ে জানতে বা শিখতে আগ্রহী সে সম্পর্কে পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন । • অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি জোড়ার কাছ থেকে বিষয়গুলোকে জানবেন এবং পোস্টার পেপার অথবা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • লিখিত পোস্টার পেপারটি সকল অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টিতে আসে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমনস্থানে টাঙিয়ে দেবেন ।	১৫ মিনিট
১.৪	• এই পর্যায়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.৩ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	১৫ মিনিট

সহায়ক তথ্য ১.১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউডিএমসি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা জনগণ ও প্রশাসনের সাথে সংযোগ রক্ষা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে ।
- জনগোষ্ঠীর সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।
- ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ পূবার্ভাস ব্যবস্থাপনায় জনগনের কাছে জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব সমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।
- কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে এ্যাডভেকেসীর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং সমাজের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রযোজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া তৈরী করা ।

সহায়ক তথ্য ১.২

জড়তা মোচন ও পরিচয় পর্ব পরিচালনার গাইড লাইন

- অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী কিছু জোড়া শব্দ বেছে নিন যেমন- দিন রাত্রি, সাদা কালো, সাধু শয়তান, নারী পুরুষ, পূর্ণিমা অমাবস্যা, নদ নদী, আসমান জমিন, স্বর্গ নরক, খাল বিল, ভূত পেতনি, উনিশ বিশ, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি । ।
- এবারে ছোট ছোট কাগজে পৃথক পৃথকভাবে শব্দগুলোকে লিখে ভাঁজ করে রাখুন যাতে অংশগ্রহণকারীরা লেখাগুলো দেখতে না পায় ।
- এই পর্যায়ে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে একটি করে কাগজ সংগ্রহ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং কাগজটি খুলে দেখতে অনুরোধ করুন ।
- কাগজটি খুলে দেখার পর অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করুন এবং পৃথকভাবে তাদের পাওয়া শব্দের বিপরীত শব্দ কোন অংশগ্রহণকারীর কাছে আছে তাকে খুঁজে বের করতে বলুন ।
- এইভাবে প্রতি জোড়া শব্দ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের জোড়া বাঁধতে অনুরোধ করুন ।
- সবশেষে প্রতিটি জোড়াকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে বলুন কিসের ভিত্তিতে দুজনে জোড়া বাঁধলো । পরবর্তীতে নিজেদের নাম ও পরিচয় অন্যান্য জোড়ার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন ।

সহায়ক তথ্য ১.৩

কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

কেয়ার বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল নীতি হচ্ছে- "সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ও পরিবেশ পরিবর্তন সহনশীল/সহিষ্ণু জীবিকাব্যবস্থা প্রবর্তন"। কেয়ার বাংলাদেশের কর্মকৌশল নীতি অনুসারে-

- কমিউনিটি এবং সংস্থাগুলোকে প্রস্তুত করা যাতে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমনে ও সাড়া প্রদানের কাজ করতে পারে।
- জীবন, জীবিকা ও অধিকার সুরক্ষায় মানবিক সহযোগিতার গতি, গুণাগুণ ও প্রভাবের উৎকর্ষ সাধন করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্রের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্কটি নিম্নরূপ:

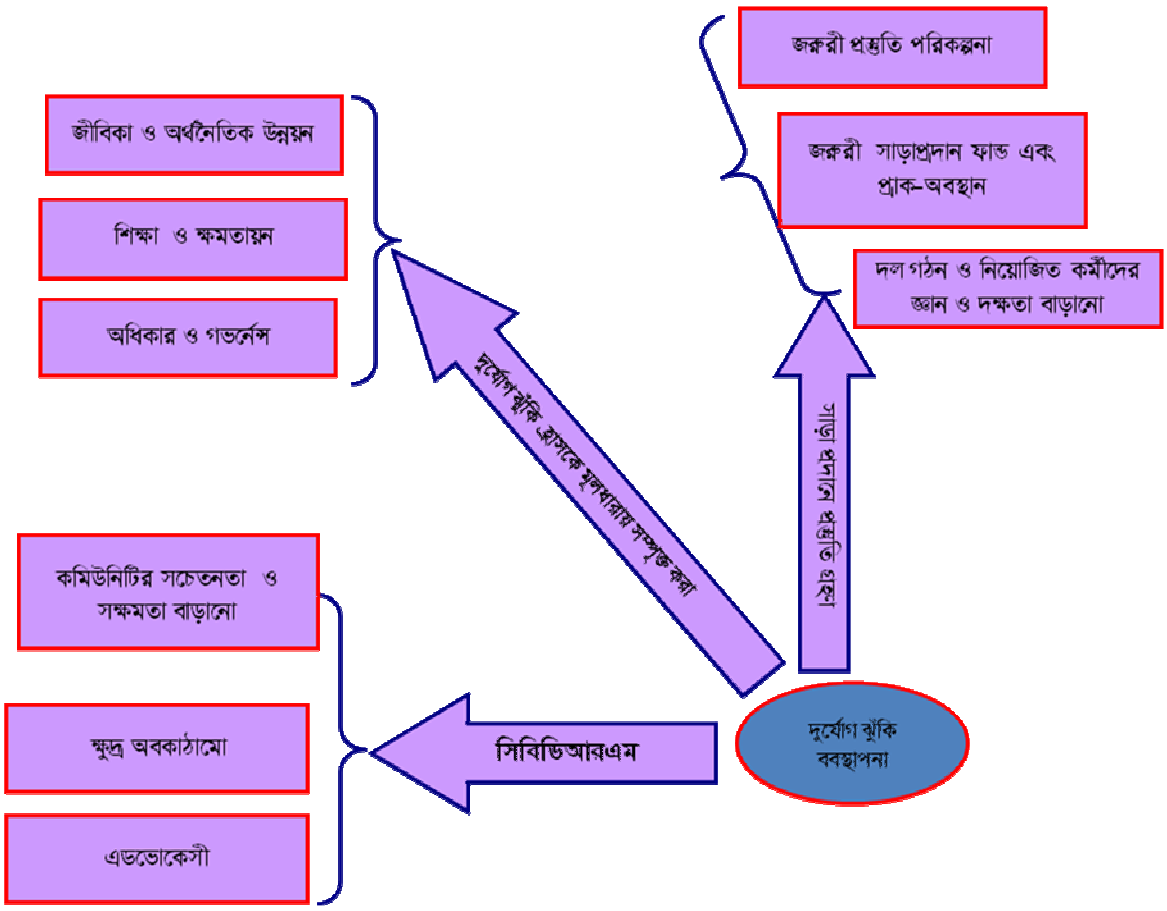

প্রকল্প পরিচিতি

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওড় অঞ্চলের চরম দারিদ্রতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ "বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার অতি দরিদ্র পরিবারের নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের খাদ্যে প্রবেশাধিকার, ব্যবহার এবং বিপদাপন্নতা কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদেরকে স্থানীয় কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্তি,সক্ষমতা আনয়ন এবং সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখা	ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের (বিশেষত: নারীদের) বাড়তি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করত: খাদ্যে তাদের প্রবেশাধিকার এবং বছরব্যাপী খাদ্য-নিরাপত্তা উন্নতি করা	ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দরিদ্রতার বিপদাপন্নতা হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রুত এবং ধীর গতির দূর্যোগ প্রতিরোধে উন্নতি ঘটিয়েছে	ফলাফল: ৫৫,০০০ পরিবারের নারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের পুষ্টিহীনতা কমেছে এবং খাদ্যর সুষম ও যথাযথ ব্যবহার করছে
কমিউনিটি লেড এ্যাপ্রোচ		অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ	অংশীদারীত্বমূলক এ্যাপ্রোচ

এফএস ইউ পি-এইচ কর্মসূচীর নীতিমালা সমূহ:
খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দরিদ্রতার মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত; কমিউনিটি লেড ক্ষমতায়ন পন্থা; নারী-পুরুষের সাম্যতা ও বৈচিত্রতা; অংশদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি; অধিকার ভিত্তিক পন্থা

অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারণা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

২.১ মৌলিক ধারণা
- ২.১.১ আপদ কি?
- ২.১.২ বিপদাপন্নতা কি?
- ২.১.৩ সক্ষমতা কি?
- ২.১.৪ ঝুঁকি কি?
- ২.১.৫ দুর্যোগ কি?

২.২ দুর্যোগ ও বাংলাদেশ

২.৩ দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ আপদ , বিপদাপন্নতা , সক্ষমতা , ঝুঁকি, দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

কেস স্টাডি, বোর্ডমার্কার, পোষ্টার পেপার, মার্কার, টেপ, বোর্ড, ফিল্প চার্ট ইত্যাদি ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
২.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩/৪টি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন । দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও ঝুঁকি হ্রাসের একটি করে ছবি দেখে পোষ্টার পেপারে ধারনা লিখতে বলবেন । পরবর্তীতে প্রতিটি দলকে ছবির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে বলবেন এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাতে বলবেন । পরিশেষে মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.১ অনুযায়ী)** ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, ও ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৩৫ মিনিট
২.২	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল সম্পর্কে ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.২ অনুযায়ী)** বাংলাদেশের মানচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল বর্ননা করবেন ।	১৫ মিনিট
২.৩	• সহায়ক শুরুতে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেকে ধারণা দিবেন ।প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তার ওপর দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.৩ অনুযায়ী)** খাদ্য নিরাপত্তার ওপর দুর্যোগের প্রভাব বর্ননা করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ২.১

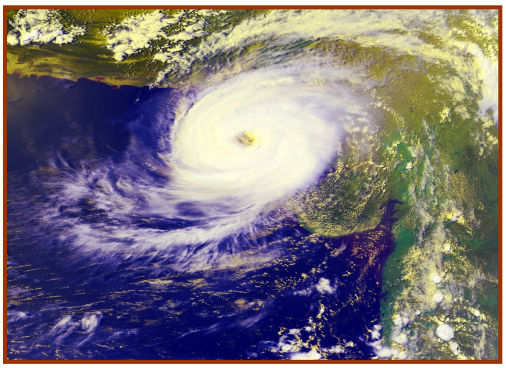

আপদ

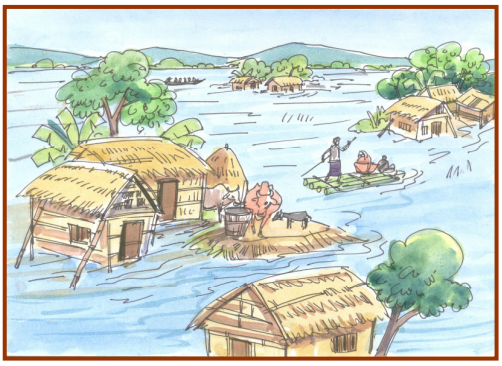

বিপদাপন্নতা

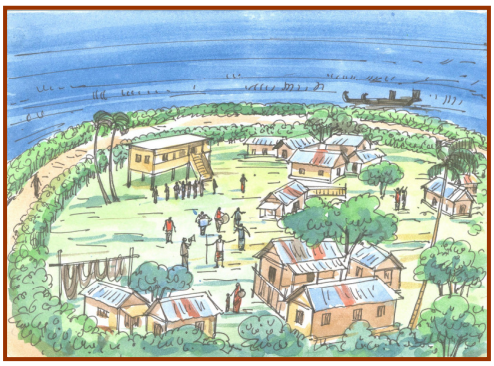

সক্ষমতা

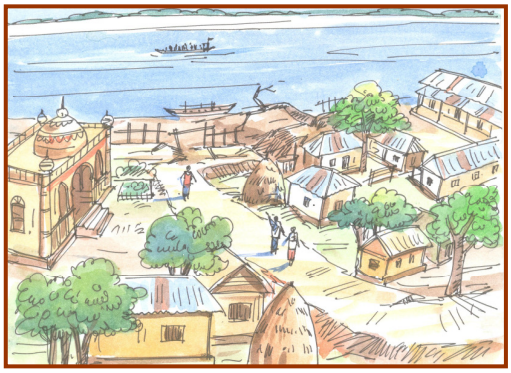

ঝুঁকি

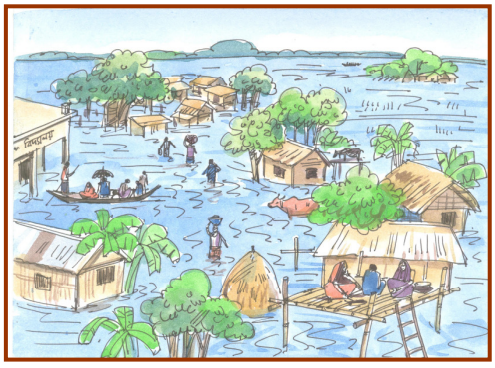

দুর্যোগ

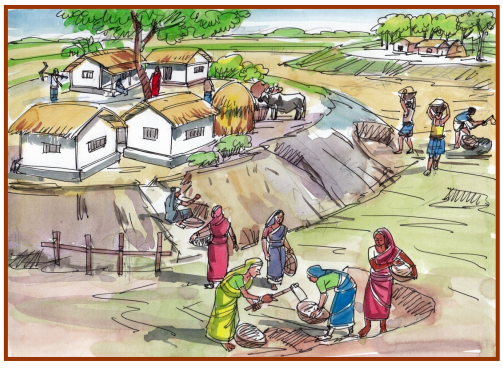

ঝুঁকি হ্রাস

২.১.১ আপদ (Hazard) কি?

'আপদ' সাধারণতঃ 'সম্ভাব্য' অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এটা এমন একটা সম্ভাব্য অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরী ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, আপদ কোন দুর্যোগ নয়; বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ। অন্যকথায় সকল আপদই দুর্যোগ নয় কিন্তু সকল দুর্যোগই আপদ। উদাহরণ স্বরূপ বন্যা একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানিসহ বসতি, ফসল ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে।

২.১.২ বিপদাপন্নতা (Vulnerability) কি?

বিপদাপন্নতা বলতে কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা জনগোষ্ঠীর কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বিপদাপন্নতা বলতে কোন নির্দিষ্ট বিপদের মাত্রা ও তা মোকাবেলার ক্ষমতার অনুপাতকে বোঝায়।

২.১.৩ সক্ষমতা (Capacity) কি?

সক্ষমতা হচ্ছে সত্যিকার বা কাল্পনিক কোন দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেবার সার্বিক সামর্থ্য। সামর্থ্য নির্ভর করে অর্থনৈতিক, জ্ঞান ও দক্ষতা সামাজিক সম্পর্ক, কারিগরি সক্ষমতা ও ভৌত সম্পদে প্রবেশাধিকারের উপর। কোন দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর ঐ দুর্যোগ মোকাবেলা করার যোগ্যতা বা সামর্থ্যকেই সক্ষমতা বলে।

২.১.৪ ঝুঁকি (Risk) কি?

কোন আপদে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সম্পদ, আয় ও পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ক্ষতির আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই দুর্যোগের ঝুঁকি এক একজনের জন্য এক এক রকম অর্থাৎ, কম বেশি হতে পারে।

এককভাবে বিপদাপন্নতা(ক্ষতির আশংকা) ও আপদ খুব ভয়াবহ হয় না। তবে, এ দুয়ের যগুপৎ কারণে ঝুঁকির সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়, আপদটি তখন পরিণত হয় দুর্যোগে। সুতরাং কোন দুর্যোগের ঝুঁকিকে নিম্নরূপ সমীকরণে প্রকাশ করা যায় ঃ

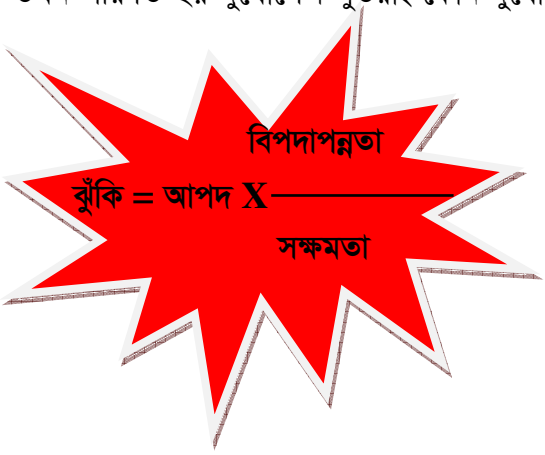

২.১.৫ দুর্যোগ (Disaster) কি?

দুর্যোগ এমন এক প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অনাকাঙ্খিত ঘটনা যা হঠাৎ কিংবা ধীরে ধীরে ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জান, মাল, পরিবেশ, প্রাত্যহিক জীবিকা ও মনোজগতের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এবং মানুষকে এমন অসহায় করে তোলে যা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্যের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

সহায়ক তথ্য - ২.২

২.২ দুর্যোগ ও বাংলাদেশ

পলি সমৃদ্ধি বাংলাদেশ প্রধানত ৪ টি ভূমিরূপ অঞ্চলে বিভক্তঃ ১. উত্তর-পূর্বঞ্চলে পাহাড়ি ভূমিরূপ ২.কুমিল্লার লালমাই অঞ্চল, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও গফরগাওঁ এ মধুপুর গড় এবং বগুড়া, জয়পুরহাটের বরেন্দ্র অঞ্চল খ্যাত বন্যামুক্ত উচ্চভূমি ৩. উপকূলীয় সমভূমি এবং ৪. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বিধৌত বন্যা প্রবণ সমতলভূমি। এতে রয়েছে ৩টি সুবিশাল ও নানারূপী নদী ব্যবস্থা– গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (স্থানীয়ভাবে যার নাম ব্রহ্মপুত্র ভাটিতে যমুনা), এবং মেঘনা। দেশটির আয়তন ১,৪৫,০০০ কিলোমিটার, যার প্রায় ৯,৭০০ কি: মি: (৭%) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত নদী ও এর শাখা প্রশাখাসমূহ। এটা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল অঞ্চল যার জনসংখ্যা ২০০০ সালের গণনানুসারে ১৩০ মিলিয়ন (প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ১০০০ জন)।

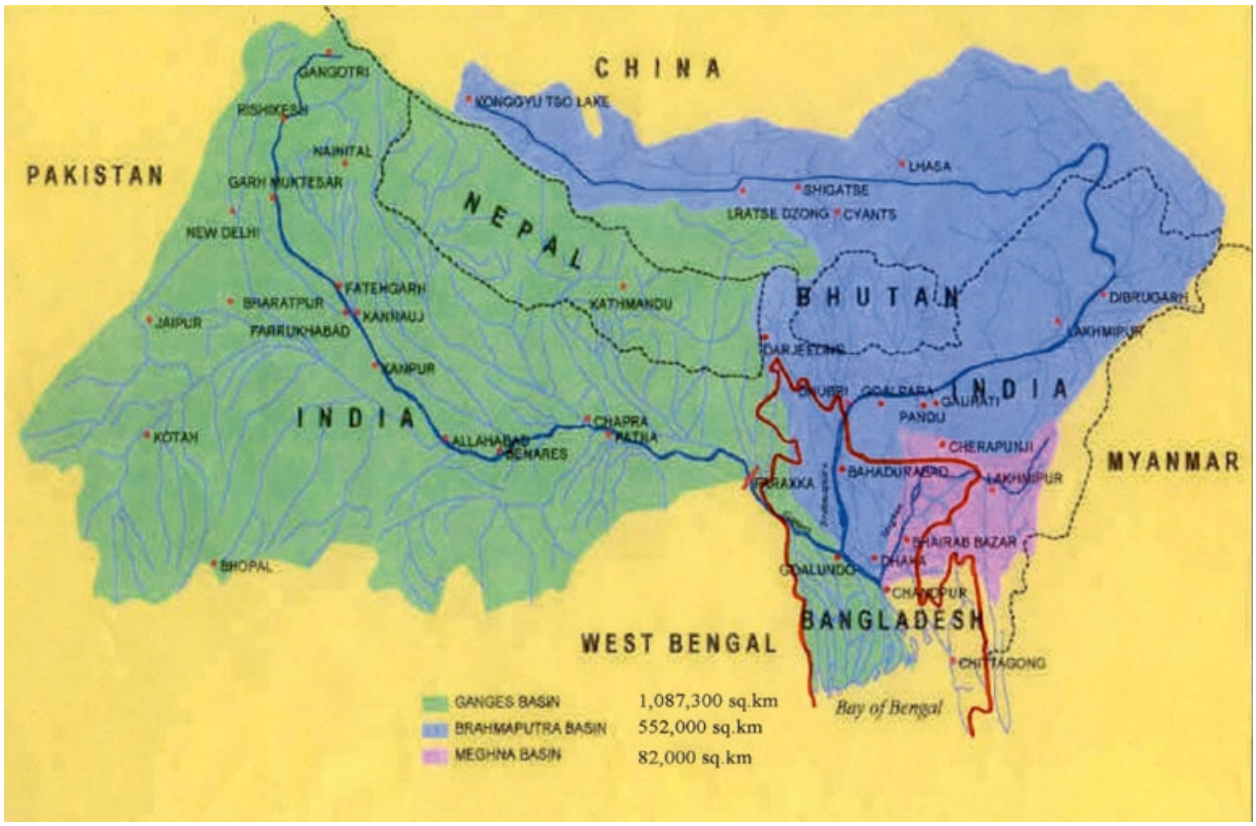

ফ্ল্যাশকার্ড- ২.২

- দেশের মোট আয়তনের ৮০% নদী অববাহিকার অন্তর্ভূক্ত ।
- প্রায় ১৭.৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার নদী অববাহিকার বৃষ্টির পানি ও বরফ গলা পানি এই ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় ।
- বেশকিছু অংশ নদীখাতের গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত ।
- বিশ্বের অন্যতম প্রধান ২টি বৃহৎ নদী এবং ১টি অন্যতম প্রশস্ত নদী এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এই ভূখন্ডের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে ।
- দেশের একচতুর্থাংশ ভূ-ভাগ সাধারণ বন্যাপ্রবণ এলাকা ।
- সকল বৃহৎ নদীর উৎপত্তিস্থল ও নদীঅববাহিকা (৯৩%) দেশের বাইরে অন্যাদেশে অবস্থিত ।
- দেশের নদীগুলো প্রতিবছর ১৭ কোটি টন পলি এই ভূখন্ডে অথবা বঙ্গোপসাগরে সঞ্চয় করে ।
- দেশের সবকটি প্রধান ও মাঝারী নদী দ্রুত গতিপথ পরিবর্তন করছে ।
- দেশের দক্ষিণ রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগর এবং এর সরু বা ফানেল আকৃতির উত্তর ভাগই এদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এমনই যে, প্রাকৃতিক দুযোর্গ এই দেশে নিত্য সঙ্গী হওয়া খুবই স্বাভাবিক ।

সহায়ক তথ্য - ২.৩

২.৩ দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তা কি?

"খাদ্য নিরাপত্তা এমন একটি অবস্থা যেখানে সমাজের সকল মানুষ সব সময় দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য চাহিদা অব্যাহতভাবে পূরণ পূর্বক স্বাস্থ্যকর ও সক্রিয় জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন।"

খাদ্য নিরাপত্তার উপাদানসমূহ:

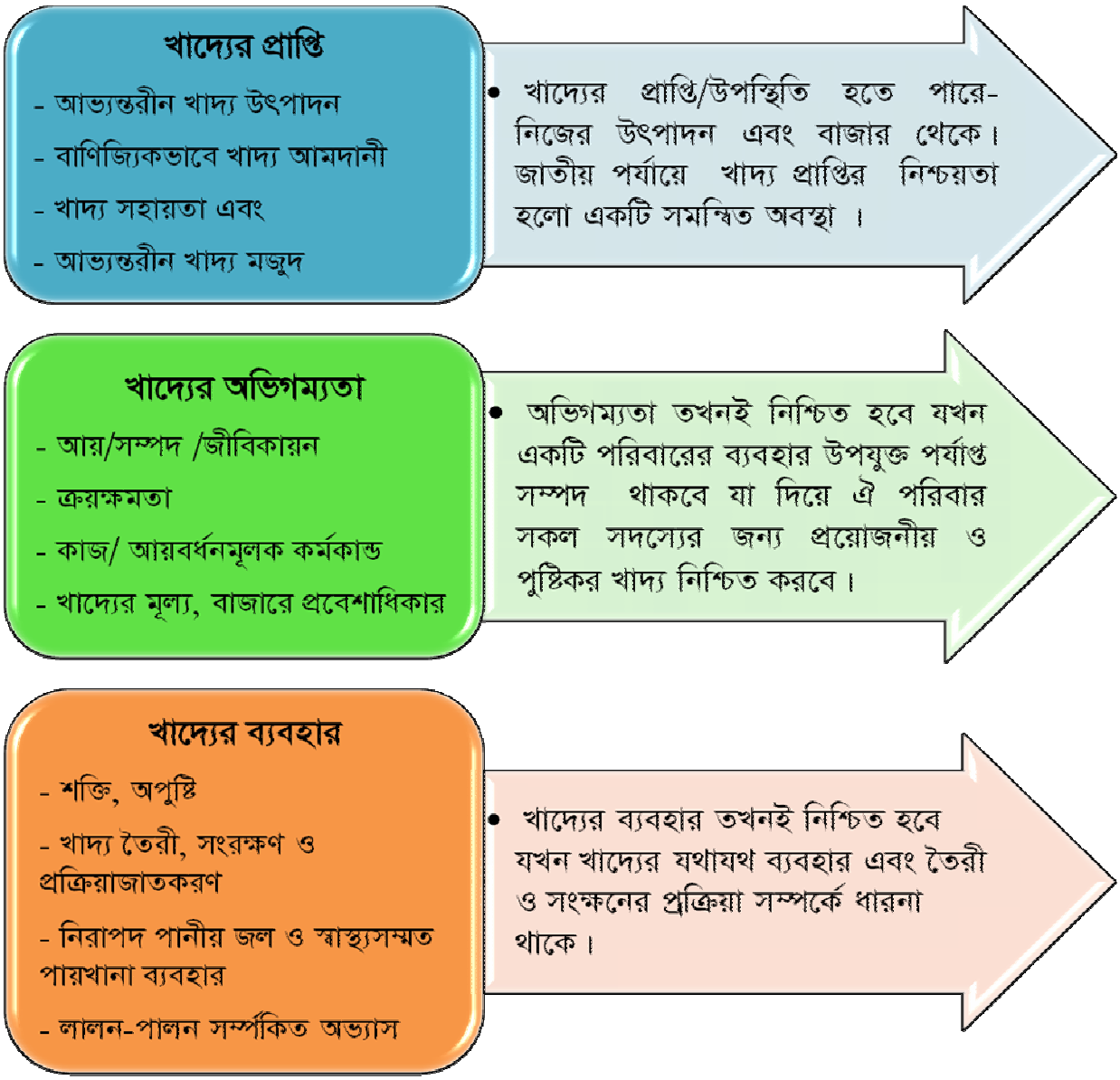

খাদ্য নিরাপত্তার উপর দুর্যোগের প্রভাব নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

অধিবেশন ০৩: দুর্যোগ ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত সরকারী আদেশাবলী

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (২০১০-২০১৫)

৩.২ এসওডি'র প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

৩.৩ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) , এসওডি'র প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে ও বলতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ৪৫ মিনিট

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৩.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন কার্যক্রম শুরু করবেন । । • সহায়ক পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৩.১ অনুযায়ী)** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপনা করবেন এবং এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে জানবেন ।	১০ মিনিট
৩.২	• সহায়ক পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৩.২ অনুযায়ী)** ব্যবহার করে এসওডি'র প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করবেন ।	৫ মিনিট
৩.৩	• সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপরের স্তর থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত কি কি কমিটি আছে তা সম্পর্কে তাদের ধারণা জানবেন । সহায়ক পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৩.৩ অনুযায়ী)** ব্যবহার করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাদের স্বাভাবিক, দুর্যোগ কালীণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কি কি কাজ করতে হয় । উত্তরগুলো শুনার পর সহায়ক নিজেই শুনবেন ও বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন । পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৩.৩ অনুযায়ী)** ব্যবহার করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করবেন ।	৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৩.১

৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় বাংলাদেশ সরকারের মিশন, ভিশন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আলোকে ২০১০-২০১৫ মেয়াদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করে খাতওয়ারী পরিকল্পনা গ্রহণের কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান ও ব্যবস্থাপনা, সুনামী সাড়া পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ফলো-আপ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়া ও পুনর্বাসন তহবিল, জাতীয় ঝুকি হ্রাস তহবিল এবং সেক্টরাল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ ব্যবস্থাপনা সহ দেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অর্থ ব্যবস্থাপনার কার্যকর কৌশল এ পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায়ক তথ্য - ৩.২

৩.২ এসওডি'র প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

দুর্যোগ বিষয়ক এই স্থায়ী আদেশাবলী এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে পারেন এবং সম্পাদনে সমর্থ হন। এই স্থায়ী আদেশাবলীতে প্রদত্ত দায়িত্ব দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বিভাগ ও সংস্থা নিজ নিজ কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) প্রস্তুত করবেন এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও ক্ষমতার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। দুর্যোগ সংক্রান্ত সমন্বয় নিশ্চিত করবেন জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) এবং আন্তমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) । জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় করবেন যথাক্রমে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ইহাদের সার্বিক সহায়তা করবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ তাহাদের কমর্পরিকল্পনায় জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিযুক্ত তাদের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন, যাহাতে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ কাজে সাহায্য করতে পারেন। সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে স্থানীয় কতৃপক্ষ নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে দুর্যোগ প্রশমণ, প্রস্তুতি ও জরুরী মোকাবেলার ব্যবস্থা করবেন।

এই আদেশাবলীর আওতায় সকল কর্মকান্ড নিম্নলিখিত পর্যায়ে সমূহে পড়বে:

- ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়
- জরুরী সাড়া প্রদানে করণীয়
  - পূর্বাভাস ও সতর্কতায়
  - দুর্যোগকালীন
  - দুর্যোগ পরবর্তী

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

ক.	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	১ জন	সভাপতি
খ.	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ	১২ জন	সদস্য
গ.	শিক্ষক প্রতিনিধি	১ জন	সদস্য
ঘ.	ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী	৭ জন	সদস্য
ঙ.	দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা প্রতিনিধি	১ জন	সদস্য
চ.	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) প্রতিনিধি	১ জন	সদস্য
ছ.	বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি	১ জন	সদস্য
জ.	এন.জি.ও. এর প্রতিনিধি	৩ জন	সদস্য
ঝ.	কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	২ জন	সদস্য
ঞ	সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি/ সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি	২ জন	সদস্য
ট.	মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি	২ জন	সদস্য
ঠ.	বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	১ জন	সদস্য
ড.	আনসার ও ভিডিপি প্রতিনিধি	১ জন	সদস্য
ঢ.	ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারী সচিব	১ জন	সদস্য

স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ ৩জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন ।এ কমিটি প্রতি মাসে সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময়ে প্রতিদিন একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ১ বার সভায় মিলিত হবে ।

সহায়ক তথ্য - ৩.৩

৩.৩ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ঝুঁকি হ্রাসে

- পরিবার ও কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসে জনসাধারন যেন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপসমূহ গ্রহন করতে পারে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সাফল্যজনক দৃষ্টান্তসমূহ জনগনের মধ্যে প্রচার করা ।
- আপদ বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি সমূহের বিশ্লেষণ করে ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং এলাকা ভিত্তিক দুর্যোগ সমূহের আপদ কালীন কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করবে ।
- ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে অতিঝুঁকিগ্রস্ত জনগনের জন্য স্বল্প মাঝারী ও দীর্ঘ মেয়াদী বিপদাপন্নতা হ্রাস পরিকল্পনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্ম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করবে ।

জরুরী সাড়া প্রদানে

ক) সতর্কবার্তা প্রাদানকালে

- সতকর্তা ও নিরাপত্তা বার্তা প্রচার করবেন। স্থানন্তের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপদাপন্ন মানুষকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করবেন। উদ্ধারকারী দলের প্রস্তুতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে সীমাবদ্ধতা গুলো কাটিয়ে উঠার কার্যকর উদ্দ্যোগ নিবেন ।
- জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শন করবেন, প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তা প্রদানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সেচ্ছাসেবকরা প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন ।
- আশ্রয়কেন্দ্রের পানির উৎস পর্যালোচনা করবেন, কোন গ্যাপ থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন যেন দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ নিরাপদ পানি পায় ।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সমূহের মজুত এবং সম্ভাব্য অক্রান্ত মানুষকে বিতরনের জন্য তা পর্যাপ্ত কিনা মূল্যায়ন করবেন
- জরুরী কার্যক্রমের একটি চেকলিষ্ট তৈরী করবেন, কার্যকর সামগ্রী ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত হবেন ।

খ) দুর্যোগকালীন

- স্থানীয় ফ্যাসিলিটি দিয়ে জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য উদ্ধার কাজের নির্দেশনা ও সহায়তা দিবেন ।
- ডায়রিয়া ও পানিবাহিত রোগ যেন ছড়িয়ে পরতে না পারে তার জন্য ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের কাছে পানি বিশুদ্ধ করন প্রযুক্তি (ট্যাবলেট) তৈরী ও বিতরন করবেন ।
- সামাজিক ন্যায় বিচার যেন নিশ্চিত হয় সেই লক্ষ্যে ত্রান কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করবেন ।
- দুর্যোগের সময় স্থানীয় ও বাহিরের ত্রাণ কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন

- বিনষ্ট শস্য ও মৃত পশু পাখি দ্রুত পুঁতে ফেলে প্রাকৃতিক পরিবশে ভাল রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ।
- দুর্যোগ কালে নারী, শিশু ও শারীরিক অক্ষম ব্যাক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ।
- মানুষকে প্রয়োজনীয় সম্পদ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করবেন। যেমন- গবাদিপশু,হাঁস-মুরগী প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি ।

গ) দুর্যোগ পরবর্তী

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বুর্যো ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গাইড লাইন অনুসারে দুর্যোগের ফলে কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করবেন তা উপজেলা কমিটিকে প্রেরণ করবেন ।
- স্থানীয় এবং ত্রাণ ও পূর্নবাসন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পূনর্বাসন সামগ্রী দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বুর্যোর গাইডলাইন অনুযায়ী বিতরনের পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। উপজেলা ও দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য সামগ্রীর হিসাব প্রেরন করবেন ।
- দূর্যোগের ফলে স্থানান্তরিত লোকজন যেন তাদের বাড়ী ফিরে আসতে পারে তা নিশ্চিত করবেন ।
- কমিউনিটি ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ট্রমাগ্রস্ত মানুষকে পরামর্শ/কাউন্সিলিং করবেন ।
- দুর্যোগে আঘাত প্রাপ্ত ব্যাক্তি যেন সঠিক ও ত্বরিত চিকিৎসা পায় তা নিশ্চিত করবেন, প্রয়োজনে কমিটি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সাহায্যের জন্য সুপারিশ করবেন ।
- দুর্যোগ চলাকালীন ও পরবর্তী অবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি শিক্ষন আলোচনার আয়োজন করবেন ।
- উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া যথোপোযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ সমূহ বাস্তবায়ন করবেন ।

অধিবেশন ০৪: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ও প্রস্তুতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৪.১ বন্যা ও আকস্মিক বন্যা আলোচনা

৪.১.১ বন্যা কি ও প্রকার ভেদ

৪.১.২ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

৪.১.৩ বন্যার প্রভাব

৪.১.৪ বন্যা ব্যবস্থাপনা

৪.২ বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি

৪.২.১ প্রস্তুতি কি ও প্রস্তুতির গুরুত্ব

৪.২.২ বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ বন্যা ও বন্যার প্রকারভেদ, ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, বন্যার প্রভাব ,বন্যা ব্যবস্থাপনা , বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ১ এক) ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৪.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৪.১.১ অনুযায়ী)** বন্যা ও প্রকার ভেদ এবং বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • পরবর্তীতে সহায়ক মানচিত্রের সাহায্যে বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল **(সহায়ক তথ্য ৪.১.২ অনুযায়ী)** বর্ননা করবেন । • সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যার প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৪.১.৩ অনুযায়ী)** বন্যার প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৪.১.৪ অনুযায়ী)** বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৩০ মিনিট

৪.২	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দলকে বন্যার পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি সম্পর্কে তালিকা তৈরী করতে বলবেন। • প্রত্যেক দলের একজন দলীয়ভাবে তৈরিকৃত তালিকা বা আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাবে । সহায়ক মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যর মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন। • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৪.২.২ অনুযায়ী)** বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	

সহায়ক তথ্য - ৪.১.১

৪.১.১. বন্যা কি, কারণ ও প্রকার ভেদ

সাধারনভাবে বন্যা বলতে বোঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবনমুক্ত ভুমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে ।

বন্যা=পানির উচ্চতা বৃদ্ধি?

বন্যা=প্লাবন

বন্যা=প্লাবন+ক্ষয়ক্ষতি

বন্যার পানির বিপদসীমা বলতে নদীর পানিপ্রবাহের সেই নির্দিষ্ট বিন্দুর উচ্চতাকে বোঝায়, পানিপ্রবাহ সেই বিন্দু অতিক্রম করলে নদীতীরবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যেতে পারে । বিপদসীমা স্থানভেদে একই নদীতে বিভিন্ন রকম হতে পারে । বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, বন্যার পানির বিপদসীমার ৫০ সে.মি. নিচে থাকলে স্বাভাবিক অবস্থা, ৫০ সে.মি. উপরে থাকলে অস্বাভাবিক বন্যা আর ১০০ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে মারাত্মক বন্যা ।

বন্যার প্রকারভেদ: অবস্থান ভেদে বন্যা তিন প্রকার । যথা-

বন্যা	সময়কাল	কারণ
১. আকস্মিক বন্যা	এপ্রিল - মে	উঁচু বা পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল কিংবা প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে আকস্মিক বন্যা সংঘটিত হয় ।
২. মৌসুমী বন্যা	জুলাই - সেপ্টেম্বর	এ ধরণের বন্যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নদনদীর পানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃর্ন এলাকা প্লাবিত করে ব্যাপক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে ।
৩. জোয়ার জনিত বন্যা	এপ্রিল - অক্টোবর	সাধারণত সমুদ্রে অতিরিক্ত জোয়ারের কারণে এ ধরণের বন্যা হয়ে থাকে । স্বল্পমেয়াদী এই বন্যার উচ্চতা সাধারণত ৩ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ভূ-ভাগের নিস্কাশন প্রনালীকে আবদ্ধ করে ফেলে ।

সহায়ক তথ্য - ৪.১.২

৪.১.২ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

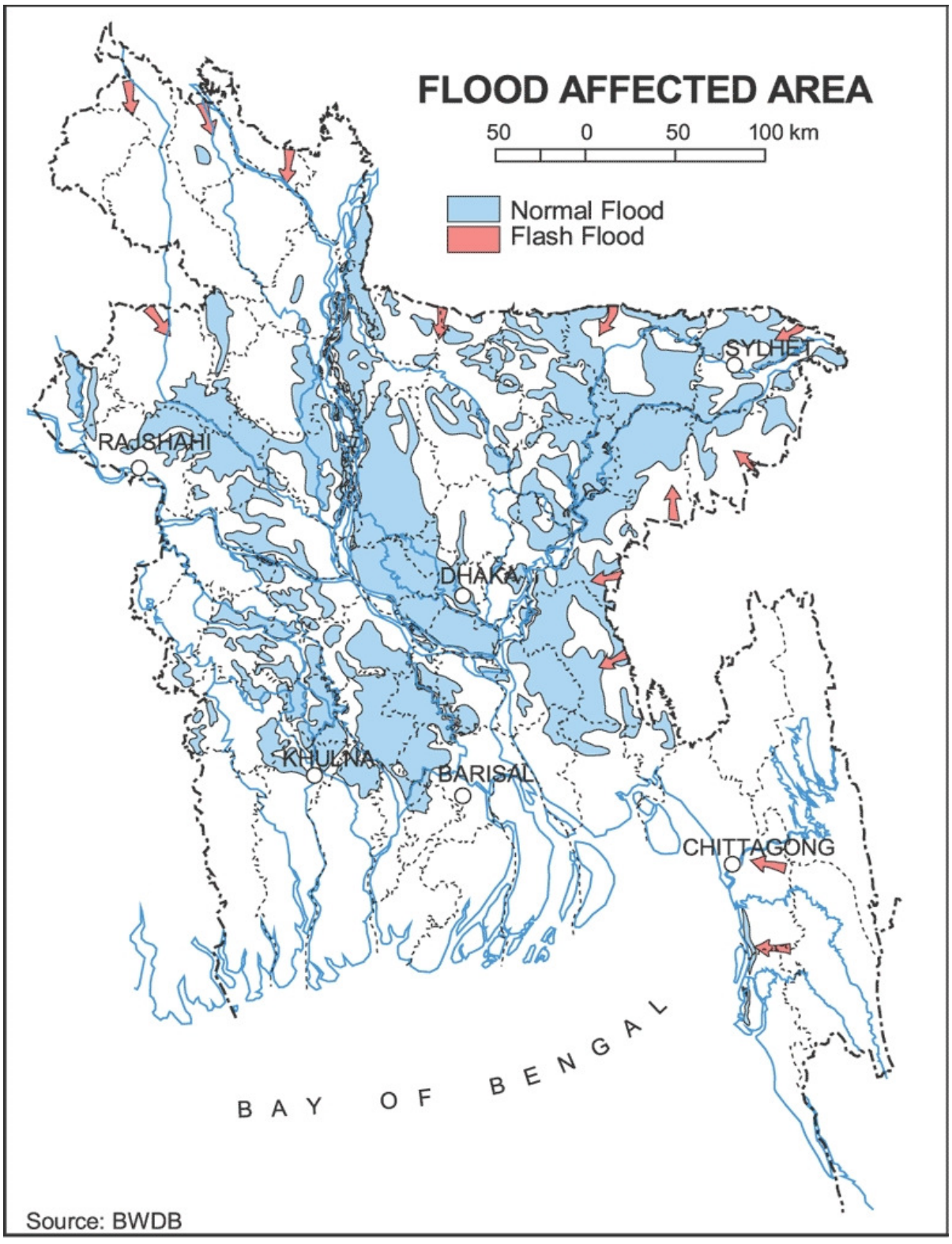

সহায়ক তথ্য - ৪.১.৩

৪.১.৩ বন্যার প্রভাব

ক্ষয়ক্ষতি (Damage)	**জীবনঃ** প্রাণহানী ও শারিরীক ক্ষতি **সম্পদঃ** অবকাঠামোগত (ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট এবং অন্যান্য সম্পদ), গৃহস্থালীর সামগ্রী, ফসল ও প্রাণীসম্পদ **পরিবেশঃ** ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, নাব্যতা হ্রাস, গাছপালা ধ্বংস ও রাসায়নিক বিষক্রিয়া
ব্যাহত করা (Disruption)	**সামাজিক ক্ষেত্রেঃ** স্বাস্থ্য সুবিধা, পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যোগাযোগ, বিদুৎ সরবরাহ, শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত ও বাজার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া **পারিবারিক ক্ষেত্রেঃ** জীবন-জীবিকার সুযোগ যেমন- আয় ও কর্মসংস্থান
দূর্দশাগ্রস্ত (Deprivation)	**শারিরীকঃ** অনাহার, অসুস্থতা, তৃষ্ণার্ততা ও রুগ্নতা **অর্থনৈতিকঃ** অভাব, দারিদ্রতা ও মানসিক দৈন্যতা **মানসিকঃ** মানসিক চাপ, ভয় ও দূশ্চিন্তাগ্রস্ততা **সামাজিকঃ** অবজ্ঞা ও লজ্জা-ত্রান সামগ্রী নির্ভরশীলতা এবং যৌন হয়রানি

সহায়ক তথ্য - ৪.১.৪

৪.১.৪ বন্যা ব্যবস্থাপনা (Management of Flood)

যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রন মানুষের আয়ত্বের বাইরে সেহেতু দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়াই শ্রেয় । একথা সত্য যে, বন্যাকে কখনোই প্রতিরোধ করা বা বাঁধা দেয়া যায় না । শুধুমাত্র কার্যকর বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস বা প্রশমন করা যায় ।

নিয়ন্ত্রিত বন্যা (Controled Flood), বন্যা নিয়ন্ত্রণ(Flood Control), বন্যা প্রশমন (Flood Mitigation), বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) এর মাধ্যমে বন্যা মোকাবেলা করা যায় । উল্লেখিত চার পদ্ধতির মধ্যে "বন্যা ব্যবস্থাপনাই" সর্বোত্তম । কারণ এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যাকে নিয়মিত পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, প্রস্তুতি, জরুরী ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমূহের উন্নতি সাধনে প্রয়াস নেয়া হয়ে থাকে ।

সাধারণতঃ দুই উপায়ে বন্যা ব্যবস্থাপনা করা যায় । যথা-
ক.) কাঠামোগত (Structural) ব্যবস্থা খ.) অ-কাঠামোগত (Non-Structural) ব্যবস্থা

কাঠামোগত ব্যবস্থাঃ	**অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা**
• জলাধার নির্মান • নদী/খাল পুনঃখনন • পরিকল্পিত বাঁধ ও পর্যাপ্ত স্লুইস গেট নির্মান • বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমানে গাছ লাগানো • বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান • ফ্লাড লেভেলের উপর পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর এবং পানি নিস্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মান । • ড্রেনেজ চ্যানেল নির্মান • পাঁকা স্কুল/ কলেজ অফিস বা পাঁকা বাড়ী-ঘর নির্মান	• বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ • ফ্লাড প্রুফিং পদ্ধতি গ্রহণ (ভিটি, বাড়ীর আঙ্গিনা, টিউবয়েলের পাইপ এবং গ্রাম্য পায়খানা, পুকুর পাড়, কবর স্থান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান , বাজার, ইত্যাদি উঁচু করা ।) • বন্যা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা । • সরকারী আইন এবং পলিসির বাস্তবায়ন । • প্রশিক্ষন, উদ্বুদ্ধকরন ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ । • মাইকিং, অপসারণ ও উদ্ধার । • স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমে বন্যা ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্তি । • জ্বালানী সংরক্ষন ও স্থানান্তর যোগ্য চুলা সংগ্রহে রাখা ।

সহায়ক তথ্য - ৪.২.১

৪.২.১ প্রস্তুতি কি ও প্রস্তুতির গুরুত্ব

প্রস্তুতি: দুর্যোগ প্রস্তুতি হলো একটি দুর্যোগের ঘটনাকে অনুমান করে, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে: আগাম সতর্কীকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর পরিকল্পনা, সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

প্রস্তুতির গুরুত্ব

- যে কোন দুর্যোগে দ্রুত এবং সংগঠিত উপায়ে ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করে
- দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে
- জনগণের দুর্ভোগ, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে
- সংশ্লিষ্ট দুর্যোগে কর্মীদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করে
- মানব সম্পদ, অর্থসম্পদ, ও বস্তুগত সম্পদের কার্যকরী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে
- দুর্যোগের সময় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কাছে পৌছাতে সাহায্য করে
- দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (লজিষ্টিক) নিশ্চিত করে
- দুর্যোগের সময় ত্রাণ কার্য পরিচালনার পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারনে সহায়তা করে
- সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এশটি কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে
- কার্যকরী পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করে।

সহায়ক তথ্য - ৪.২.২

৪.২.২ বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

পারিবারিক প্রস্তুতিঃ পারিবারিক প্রস্তুতি হচ্ছে দুর্যোগের পূর্বে পরিবার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্যোগে পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচানো এবং পারিবারিক সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়। যেমন-

- দুর্যোগের মৌসুমে নিয়মিত দুর্যোগের খবর রাখা;
- সংকেত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া;
- আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি;
- অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ;
- ভাসমান দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রস্তুতি।

সামাজিক প্রস্তুতিঃ সামাজিক প্রস্তুতি হচ্ছে দুর্যোগের পূর্বে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্যোগে এলাকার মানুষের প্রাণ বাঁচানো এবং সামাজিক সম্পদ ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়। যেমন–

- সামাজিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি গঠন;
- বৃক্ষ রোপন;
- বাঁধ ও রাস্তাঘাট মেরামত ও সংস্কার;
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষার নিমিত্তে নিরাপদ স্থানে এবং মজবুতভাবে নির্মাণ করা, যাতে বিকল্প আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়;
- দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা;
- দুর্যোগে স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্তে ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে মেডিক্যাল টিম গঠন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ।

অধিবেশন ০৫: সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৫.১ বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা
- ৫.১.১ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা
- ৫.১.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

৫.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন
- ৫.২.১ আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন
- ৫.২.২ স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ
- ৫.২.৩ স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন
- ৫.২.৪ পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন

৫.৩ লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ
- ৫.৩.১ স্থানীয় পর্যায় বন্যা আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য কার্যকর মাধ্যমসমূহ
- ৫.৩.২ স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য স্থানসমূহ
- ৫.৩.৩ গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে আগাম সংবাদ গ্রহণকারী, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠনকারী এবং বার্তা প্রচারকারীদের নাম
- ৫.৩.৪ বন্যার আগাম সংবাদ প্রচার পরিকল্পনার নমুনা ছক

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং সীমাবদ্ধতা, আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন, এবং পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সময় ঃ ২ (ঘন্টা)

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৫.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৫.১.১ অনুযায়ী)** বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপনা করবেন এবং এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে জানবেন । • সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে প্রচলিত বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের সীমাবদ্ধতা	২০ মিনিট

	সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। সহায়ক পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট **(সহায়ক তথ্য ৫.১.২ অনুযায়ী)** প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচলিত বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন।	
৫.২	• সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। সহায়ক আগাম তথ্যসূত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন। পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৫.২.১ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করবেন। • স্থানীয় এলাকার আলোকে বন্যার আগাম সংবাদ প্রাপ্তির তথ্যসূত্র কি হতে পারে সে সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যসূত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত করবেন। • সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বিপদসীমা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৫.২.২ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.২.২ অনুযায়ী)** সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।স্থানীয় এলাকার আলোকে বন্যার বিপদসীমা সম্পর্কে কৌশল কি হতে পারে সে সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বন্যার বিপদসীমা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.২.৩ অনুযায়ী)** স্থানীয় বার্তার একটি নমুনা অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং তথ্যসূত্র থেকে পাওয়া বন্যার আগাম সংবাদকে কিভাবে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করে প্রচার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দেবেন। দলীয় কাজ শেষে সহায়ক প্রতিটি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য সুযোগ দেবেন এবং বড় উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে প্রতিটি উপস্থাপনার সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.২.৪ অনুযায়ী)** পতাকা পদ্ধতির মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	৪০ মিনিট
৫.৩	• স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের মাধ্যমগুলো কি কি হতে পারে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৩.১ অনুযায়ী)** স্থানীয় পর্যায়ের সম্ভাব্য কার্যকর মাধ্যমগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • এবারে সহায়ক স্থানীয় পর্যায়ে নিজ নিজ এলাকার আলোকে বন্যার আগাম সংবাদ কোন কোন স্থানে প্রচার করা যেতে পারে সে ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৩.২ অনুযায়ী)** স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য স্থানগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৩.৩ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গ্রামের/ওয়ার্ডের পক্ষে কোন ব্যক্তি তথ্যসূত্র থেকে বন্যার আগাম সংবাদ জানবেন? কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত সেই সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন করবেন? এবং গ্রামে/ওয়ার্ডে কোন কোন ব্যক্তি বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারে দায় দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করবেন এবং চূড়ান্ত করবেন। • এই পর্যায়ে সহায়ক গ্রাম/ওয়ার্ডের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং দলীয় কাজ হিসেবে প্রতিটি দলকে **(সহায়ক তথ্য ৫.৩.৪ অনুযায়ী)** নিজ নিজ গ্রাম/ওয়ার্ডের বন্যার আগাম সংবাদ প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলবেন। সহায়ক দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলকে নিজ নিজ দলের কাজ উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে দলীয় আলোচনাগুলোকে সমৃদ্ধ করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	৪০ মিনিট

৫.১ বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা

সহায়ক তথ্য - ৫.১.১

৫.১.১ বাংলাদেশে বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের রূপরেখা

বার্তা প্রদানকারী	মাধ্যম	বার্তা প্রাপক	
		প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়
পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র	• ফ্যাক্স • ইন্টারনেট • টেলিফোন • বার্তাবাহক	• রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় • বিভিন্ন বিভাগের প্রধান • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো • রেডিও টেলিভিশন • সংবাদপত্র • পানি উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়	?

বার্তার ধরণ

আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টের কাছে যমুনা নদীর পানি ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সহায়ক তথ্য - ৫.১.২

৫.১.২ প্রচলিত বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

- গ্রামের মানুষের রেডিও-টেলিভিশন না থাকার কারণে এবং শিক্ষার হার কম হওয়ায় রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা থেকে বন্যার আগাম সংবাদ পায় না।
- গ্রামের মানুষ মিলিমিটার ও সেন্টিমিটার বোঝে না, ফলে গ্রামের মানুষের কাছে প্রচলিত বন্যা সতর্কীকরণ বার্তার কোন বোধগম্যতা নেই।
- প্রচলিত বন্যা সতর্কীকরণ বার্তায় কোন একটি বড় নদীর নির্দিষ্ট স্থানের পানির হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য দেয়া হয়। কিন্তু এর প্রভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কি হতে পারে সে বিষয়ে কোন কিছু বলা হয় না। ফলে স্থানীয়ভাবে এই বার্তার গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম।
- অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় লোকজনের বোধগম্য ভাষায় বার্তা প্রচার ব্যবস্থা না থাকা।
- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচারে এখনও সক্ষম হয়নি।

৫.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন

সহায়ক তথ্য - ৫.২.১

৫.২.১ আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন

যে উৎস থেকে পানি বাড়া অথবা কমার আগাম তথ্য পাওয়া যায় সেই উৎসকেই বলা হয় বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র। এ ধরণের তথ্যের উৎস বা সূত্র হতে পারে সরকারি, বেসরকারি অথবা সামাজিক যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থা।

আগাম তথ্যসুত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতা

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অভিজ্ঞতা

ব্রহ্মপুত্র নদ ভারতের আসাম রাজ্য থেকে বাংলাদেশে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। পরবর্তীতে এই নদটি যমুনা নদীতে রূপান্তরিত হয়ে ভাটিতে অবস্থিত জেলা গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানিকগঞ্জের আরিচা পয়েন্ট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। এক সময় বন্যার আগাম সংবাদ জানার আনুষ্ঠানিক সুযোগ না থাকায় অক্সফ্যামের সহযোগি সংগঠনগুলো নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের চর্চা গড়ে তুলেছিল। যেমন- কুড়িগ্রামে পানি বাড়লে সেই সংবাদ কুড়িগ্রামের সহযোগি সংগঠন জীবিকা টেলিফোনের মাধ্যমে ভাটির জেলা গাইবান্ধার সংগঠন গণউন্নয়ন কেন্দ্রকে জানিয়ে দিত। আবার একইভাবে গাইবান্ধায় পানি বাড়লে গণউন্নয়ন কেন্দ্র ভাটির জেলা সিরাজগঞ্জের সংগঠন মানব মুক্তি সংস্থাকে আগাম সাবধান করে দিত।

নেত্রকোনা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা

আমরা জানি নেত্রকোনা একটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আজও পর্যন্ত আকস্মিক বন্যার কার্যকর পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় এই জেলার কোন কোন ইউনিয়ন বা উপজেলা বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে বন্যার আগাম সংবাদ পাওয়ার জন্য উজানের উপজেলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। যেমন- ১১ নং কালিয়ারা গাবরাগাতি নেত্রকোন সদর উপজেলার একটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের উজানে অবস্থিত দূর্গাপুর উপজেলা। সাধারণত বন্যাকালীন সময়ে দুর্গাপুর উপজেলায় পানি বাড়ার ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন পর কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়। সুতরাং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যথা সময়ে দূর্গাপুর উপজেলা থেকে বন্যার পানি বাড়ার আগাম সংবাদ পাওয়ার বিষয়টি কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

সহায়ক তথ্য - ৫.২.২

৫.২.২ স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ

বিপদসীমা: সাধারণত যে সীমায় পানি উঠলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সীমাকে বিপদসীমা বলা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান এবং ভূমির গঠনের (উচ্চ ও নিম্ন) ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন স্থানের বিপদসীমা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল: বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার ও মানুষ সহজেই বলতে পারেন কোন স্তরে বা উচ্চতায় পানি উঠলে তাদের নিজ এলাকা বা পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়। সাধারণত স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতির আলোকে পানির ঐ উচ্চতাকে স্থানীয় বিপদসীমা বলা হয়। এ ধরণের বিপদসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন তা হচ্ছে -

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন একটি স্থানকে চিহ্নিত করা যে স্থানটি সবার পরিচিত এবং এলাকার সবাই দৈনন্দিন জীবনে সেই স্থানটিকে কম বেশী পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন- কোন হাট বাজার, মসজিদ, স্কুল, ব্রীজ কালভার্ট অথবা কোন বড় গাছ।
- দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত স্থানটির সন্নিকটে ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা একটি পাকা পিলার স্থাপন করা।
- এবারে এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা নির্ধারিত ঐ স্থানের কোন স্তরে পানি উঠলে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। পানির ক্ষতিকারক সেই স্তরটি চিহ্নিত করার পর ঐ স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে স্থাপন করা পাকা পিলারে লাল রং দিয়ে প্রথমে বিপদসীমা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত লাল দাগ থেকে পিলারের উপরের অংশ পর্যন্ত লাল রং করে দেয়া।
- পরবর্তীতে যেখান থেকে লাল রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে কমপক্ষে দুই হাত পরিমান নীচে হলুদ রং দিয়ে আরেকটি দাগ দেয়া। লাল এবং হলুদের মধ্যবর্তী দুই হাত পরিমান অংশকে পুরোপুরি হলুদ রং করা।
- যেখান থেকে হলুদ রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে পিলারের নীচের পুরো অংশকে সবুজ রং করে দেয়া।
- লাল রঙে পানি থাকার অর্থ বিপদ, হলুদ রঙে পানি থাকার অর্থ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সবুজ রঙে পানি থাকার অর্থ নিরাপদ।

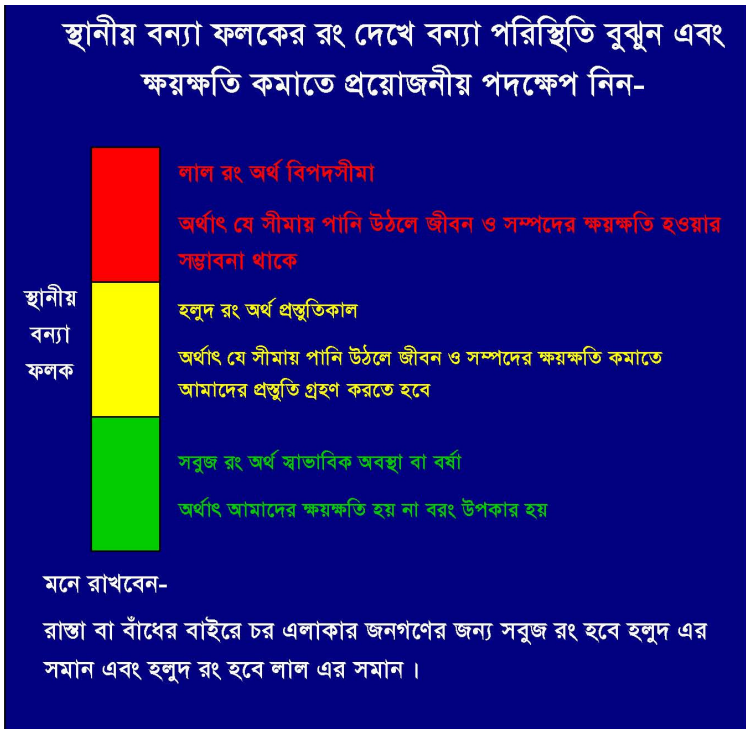

সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল

গ্রামের মানুষ এখনও সেন্টিমিটার মিলিমিটার বোঝে না। তবে স্থানীয়ভাবে পানি বাড়া বা কমার সূচক হিসেবে ইঞ্চি, আঙুল, বিঘৎ, আধা হাত বা এক হাত সাধারণত মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। সাধারণত এক হাত সমান প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার বা ১৮ ইঞ্চি। সুতরাং ২৫ সেন্টিমিটার পানি বাড়া বা কমার অর্থ আধা হাত, এক বিঘৎ বা ৯ ইঞ্চি পানি বাড়া বা কমা। এইভাবে সহজেই সেন্টিমিটারকে স্থানীয় বোধগম্য পরিমাপে রূপান্তর করা যায়।

সহায়ক তথ্য - ৫.২.৩

৫.২.৩ স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন

স্থানীয় বার্তার নমুনা

প্রিয় বৈন্যা গ্রামের ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। রেডিও ও উপজেলা অফিসের কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবর অনুযায়ী যমুনা নদীর পানি আগামী ৪৮ ঘন্টায় আরও ৮ আঙুল বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে যমুনা নদী সংলগ্ন খালের পানি নওয়াজেশ মোল্লার বাড়ির কাছে প্রতিদিন বাড়ছে এবং আইনউদ্দিন মিয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে নীচু অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আগামী ৩/৪ দিন যদি এভাবে বৃষ্টি হয় তবে সমগ্র বৈন্যা গ্রাম পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় বৈন্যা গ্রামের সকল জনগণকে দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে-

- কাটার উপযোগী ফসল কেটে ঘরে তোলার জন্য, শুকনা খাবার সংরক্ষণের জন্য আলগা চুলা তৈরি ও লাকরী সংরক্ষণ
- যাতায়াতের জন্য ভেলা তৈরি
- গবাদি পশু নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ইত্যাদি জরুরী কাজগুলো করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সহায়ক তথ্য - ৫.২.৪

৫.২.৪ পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন

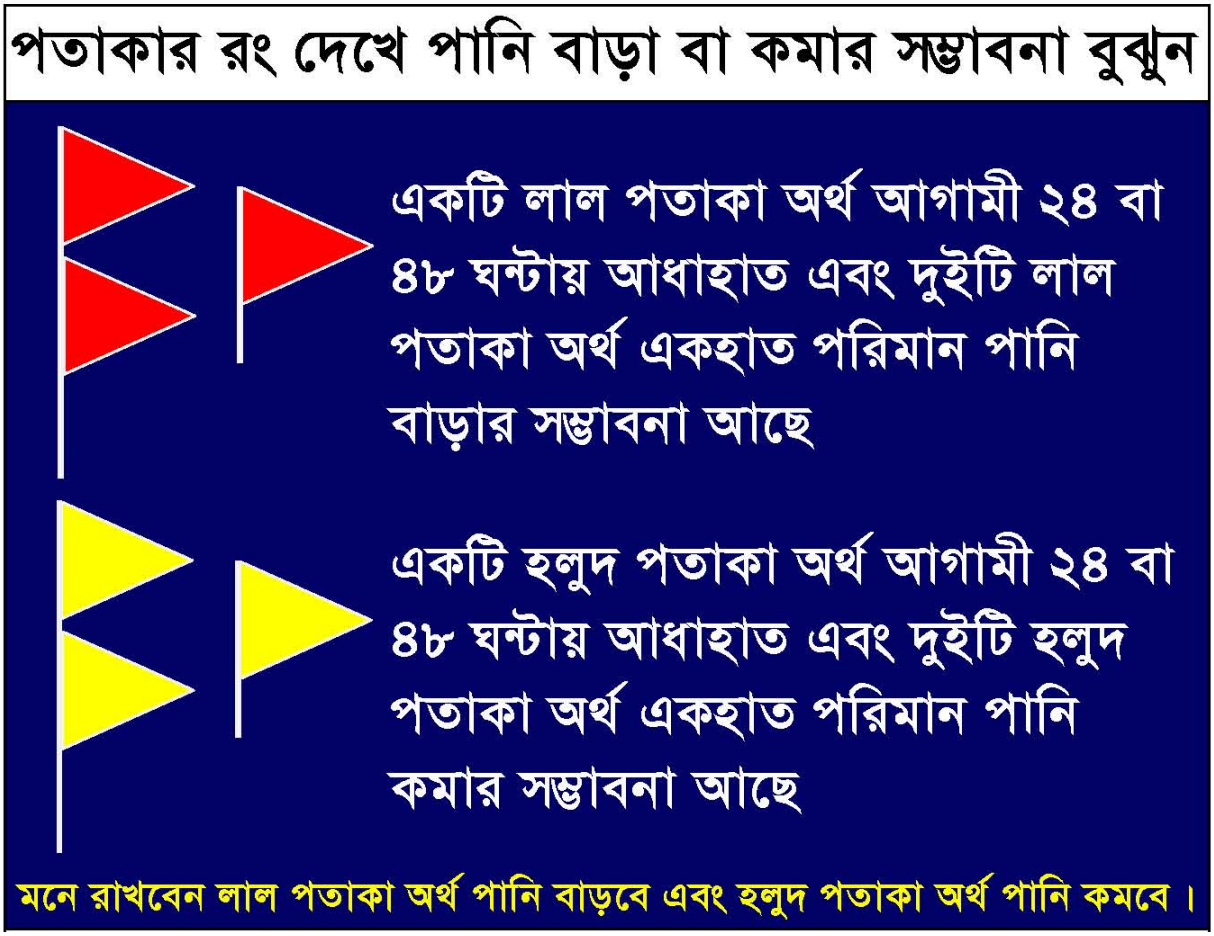

৫.৩ লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ

সহায়ক তথ্য - ৫.৩.১

৫.৩.১ স্থানীয় পর্যায় বন্যা আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য কার্যকর মাধ্যমসমূহ

- মসজিদের মাইক
- ঢোল/টিন পিটানো
- পতাকা উড়ানো
- মন্দির/গীর্জার ঘন্টা বাজানো
- মাইকিং
- চোঙা ব্যবহার করে সবাইকে জানানো

সহায়ক তথ্য - ৫.৩.২

৫.৩.২ স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য স্থানসমূহ

- হাট বাজার
- স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ
- মসজিদ, মন্দির, গীর্জা
- ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
- সমিতি
- যে কোন জনসমাগম স্থান
- নৌকাঘাট, বাসস্ট্যান্ড

সহায়ক তথ্য - ৫.৩.৩

৫.৩.৩ গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে আগাম সংবাদ গ্রহণকারী, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠনকারী এবং বার্তা প্রচারকারীদের নাম

ক্রমিক	গ্রাম/ওয়ার্ড	তথ্য সূত্র থেকে বন্যার আগাম সংবাদ গ্রহণকারীর নাম	তথ্যসূত্র থেকে পাওয়া সংবাদকে স্থানীয় ভাষায় বার্তা-গঠনকারীর নাম	বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের দায় দায়িত্ব

সহায়ক তথ্য - ৫.৩.৪

৫.৩.৪ বন্যার আগাম সংবাদ প্রচার পরিকল্পনার নমুনা ছক

গ্রাম/ওয়ার্ড :

ক্রমিক	প্রচারের স্থান	মাধ্যম	প্রচারকারী
১	কাউনিয়া বাজার	ঢোল/টিন পেটানো, চোঙা দিয়ে বলা	
২	প্রাথমিক সঃ বিদ্যালয়	মুখে ঘোষনা	
৩	পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	মসজিদের মাইক	
	সরকার পাড়া কালী মন্দির	ঘন্টা	
৪	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	নোটিশ বোর্ড/মুখে ঘোষনা	
৬	ফুলঝুড়ি সমিতি	মুখে মুখে প্রচার	
৭	যে কোন জনসমাগম স্থান	প্রয়োজন মত	
৮	নৌকাঘাট, বাসস্ট্যান্ড	মুখে মুখে প্রচার	
৯	বাড়িতে বাড়িতে প্রচার (মধ্যপাড়ার রহিম মন্ডলের বাড়ি থেকে জবেদ শেখের বাড়ি পর্যন্ত)	মুখে মুখে প্রচার	
১০	বাড়িতে বাড়িতে প্রচার (পূর্ব পাড়া রহমান বেপারির বাড়ি থেকে মনসুর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত)	মুখে মুখে প্রচার	

অধিবেশন ০৬: দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন এবং জরুরী সাড়াপ্রদান

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৬.১ অধিকার, মানবতাবাদী এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারণা

৬.২ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন কি এবং এর গুরত্ব

৬.৩ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ফরম্যাট (এসওএস ও ডি ফরম)

৬.৪ উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অধিকার, মানবতাবাদী, জবাবদিহিতা, ক্ষয়ক্ষতি , চাহিদা নিরূপন, ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ফরম্যাট, উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ১.৩০ ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৬.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • সহায়ক পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্টে কয়েকটি চিত্র প্রদর্শন করবেন এবং প্রশ্ন করার মাধ্যমে চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানবেন ও বোর্ডে লিখবেন। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে অধিকার, মানবতাবাদী এবং জবাবদিহিতা আকারে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন। • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক অধিকার, মানবতাবাদী ও জবাবদিহিতা অংশগ্রহণকারীদেরকে **(সহায়ক তথ্য ৬.১ অনুযায়ী)** অবহিত করবেন।	১৫ মিনিট
৬.২	• সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন যে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হলে কমিটির করনীয় কি ? এরপর উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং লিখিত তথ্যগুলোর আলোচনা সাপেক্ষে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ব্যাখ্যা করবেন। শেষে পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট দেখিয়ে **(সহায়ক তথ্য ৬.২ অনুযায়ী)** ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপন ব্যাখ্যা করবেন। • পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে, সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। পর্যায়ক্রমে পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট দেখিয়ে **(সহায়ক তথ্য ৬.২ অনুযায়ী)** ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।	৩০ মিনিট

৬.৩	• সহায়ক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপনে ফরম ডি বিতরণ করন এবং প্রতিটি অংশ ক্রমান্বয়ে আলোচনা **(সহায়ক তথ্য ৬.৩ অনুযায়ী)** করবেন। প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী ফরমেটটি হাতে নিয়ে আলোচনা অনুসরণ করবেন। • এবার ৩ টি ছোট দল করে প্রত্যেক দলকে দায়িত্ব দিবেন দলের অন্যদের সাথে আলোচনা করে প্রদত্ত ফরমেটটি অনুসরণ করে প্রত্যেকের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের একটি ব্যবহারিক অনুশীলন করতে এবং সহায়ক ঘুরে ঘুরে সহায়তা দিবেন। পরবর্তীতে প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং বড় উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে প্রতিটি উপস্থাপনার সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন।	৩০ মিনিট
৬.৪	• সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন উদ্ধার বলতে তারা কি মনে করে। তাদের মন্তব্যগুলো বোর্ডে লিখবেন । এবার ফ্লিপচার্টের সাহায্যে উদ্ধার এর লক্ষ্য এবং উদ্ধারকালীন কাজসমূহ (সহায়ক তথ্য ৬.৪.১ অনুযায়ী) তুলে ধরবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বলতে তারা কি মনে করে। তাদের মন্তব্যগুলো বোর্ডে লিখবেন । এবার ফ্লিপচার্টের সাহায্যে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য এবং উদ্ধারকালীন কাজসমূহ (সহায়ক তথ্য ৬.৪.২ অনুযায়ী) তুলে ধরবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১৫ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৬.১

৬.১ অধিকার, মানবতাবাদী এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারণা

অধিকার

অধিকার বলতে মানুষের আত্নবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ সুবিধার দাবীকে বুঝায়, যে দাবী হয় নৈতিক না হয় অননগত ভিত্তি রয়েছে। অধিকারকে ব্যাপক অর্থে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- নৈতিক অধিকার (Moral Right) এবং
- আইনগত অধিকার (Legel Right)

মানবিকতা

মানবিকতাবাদ হল দয়া, মঙ্গলকরন এবং সকল মানুষের জন্য সর্বজনীনভাবে সহানুভূতির হাত প্রসারিত করার জীবন দর্শন। দেশ ভাগ, লিঙ্গঁগত, উপজাতি, জাতিগত ও ধর্মীয় বিচ্ছেদের ফলে মানুষের যে দুর্ভোগ হয় তাতে কোন পাথর্ক্য নেই।

জবাবদিহিতা

'জবাবদিহিতা' বলতে বোঝায় কিভাবে একটি সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন ঘটায়। অধিকাংশ এনজিও'র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী যেমন- দাতা সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। কিন্ত গুড এনাফ গাইডে জবাবদিহিতা বলতে জরুরি অবস্থায় সংস্থার সাড়া প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী, পুরুষ ও প্রভাবে যে পরিবর্তন তারা দেখতে চান তা নিশ্চিত করা বোঝানো হয়েছে।

ফ্লাস কার্ড ব্যবহৃত ছবির বিবরণ (বিষয় : অমানবিক অবস্থা)

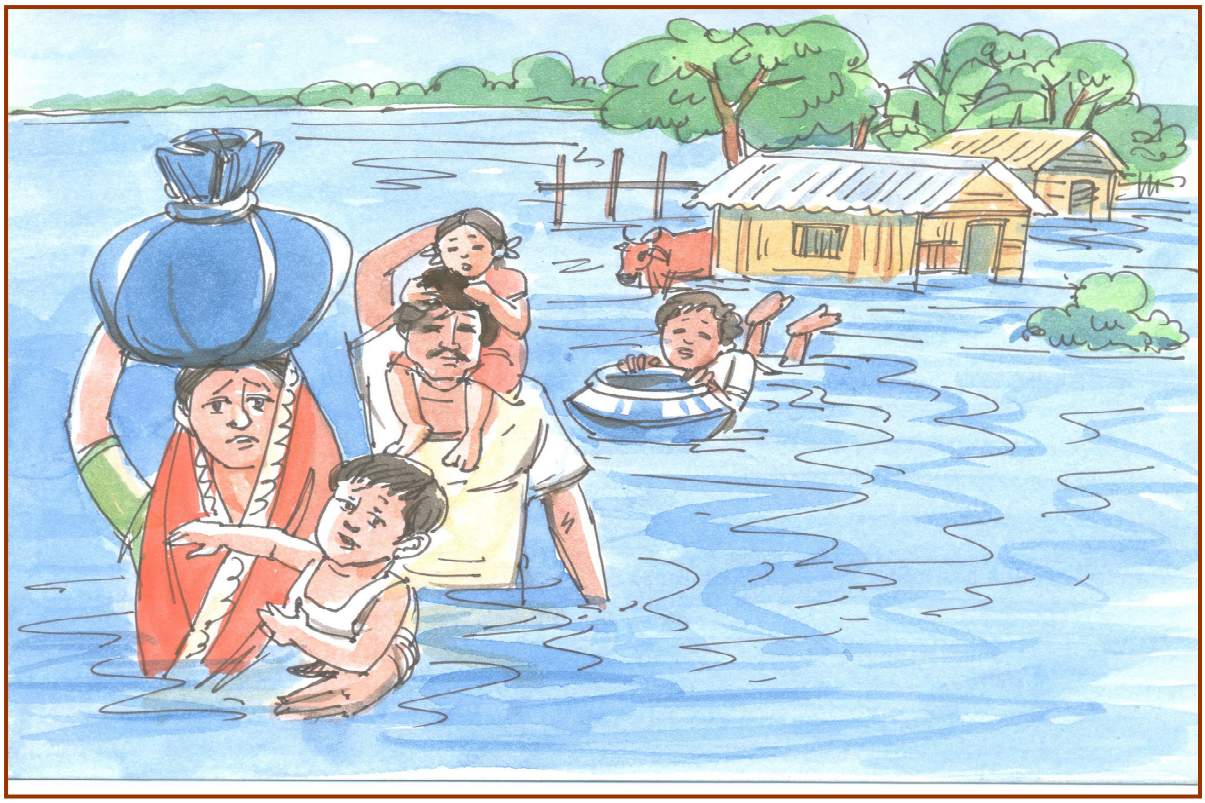

রফিক মিয়ার বাড়ী গ্রামের একটু ভেতরে। কেউ তাকে বন্যার সতর্কবার্তা জানয়নি, ফলে সে প্রস্তুতি নেয়ার সময়ও পায়নি। আকস্মিক বন্যায় বসতভিটা ডুবে গেল চোখের পলকে। কারো সাহায্য না পেয়ে অসহায় শিশু সন্তানকে কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পিছনে পড়ে রইলো বসতভিটা আর ধারের টাকায় কেনা গরুটি। তার এঅবস্থার জন্য রাষ্ট্রের কি কোন জবাবদিহিতা নাই? সরকারী-বেসরকারী মানবতাবাদী সংস্থাগুলোর কি কিছুই করণীয় নেই? কোনভাবেই কি রফিক মিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না?

সহায়ক তথ্য - ৬.২

৬.২ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন কি এবং এর গুরুত্ব

ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন কি এবং এর গুরুত্ব

দূর্যোগ আক্রান্ত কোন একটি এলাকার ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব তথ্য সংগ্রহ ও মানুষের চাহিদার অগ্রগম্যতা নির্ধারণকে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ (Damage and Needs Assessment) বলে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- দুর্যোগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ভালোভাবে জানা;
- ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ণয় করা;
- বিপন্ন জীবনসমূহ রক্ষায় সহায়ক উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা;
- সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষমতা নিরূপণ করা;
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জরুরি প্রয়োজনগুলো নিরূপণ করা;
- সহায়ক কার্যক্রমের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা;
- প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের গুরুত্বগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল

সঠিকভাবে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে বলার অবকাশ নেই। একটি দ্রুত, যথাযথ এবং প্রশংসনীয় নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিকল্পনাবিদগণকে তাদের প্রকল্প পরিকল্পনা মাফিক ও কার্যকরীভাবে এগিয়ে নিতে সক্ষম করে। অসমাপ্ত, বিভ্রান্তিকর অথবা অশুদ্ধ উপাত্ত (data) গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনকে উপস্থাপন করতে পারে না, অন্যদিকে যথার্থ (mapproprate) ত্রাণ তৎপরতায় বিলম্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে।

ক) বিপদাপন্ন জীবনসমূহ রক্ষা করা

খ) জনগোষ্ঠীর ক্ষমতা নিরূপণ করা

গ) উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ করা

ঘ) কার্যক্রমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

ঙ) প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা

সহায়ক তথ্য - ৬.৩

৬.৩ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ফরম্যাট (এসওএস ও ডি ফরম)

এস ও এস ফরম

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরী প্রয়োজন

উপজেলার নাম: ..... ।

১। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের নাম :

২। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা (আনুমানিক) :

৩। বিধ্বস্ত বাড়ি (আনুমানিক) :

৪। মৃত্যু (আনুমানিক সংখ্যা) :

৫। সন্ধান ও উদ্ধার : প্রয়োজন আছে / নাই

৬। প্রাথমিক চিকিৎসা : প্রয়োজন আছে / নাই

৭। পানীয় জল : প্রয়োজন আছে / নাই

৮। তৈরি খাবার : প্রয়োজন আছে / নাই

৯। জরুরি আশ্রয় : প্রয়োজন আছে / নাই

দুর্যোগ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র এই তথ্য প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসাবে, টেলিফোনে বা বেতার মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করবেন ।

ফরম-ডি

ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরম পূরণ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করবেন ।

উপজেলার নাম	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন (সংখ্যা)	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি.)	ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা			মৃতের সংখ্যা	সৎকারকৃত মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা			সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত বাড়ির সংখ্যা	আংশিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা
১	২	৩	৪			৫	৬	৭	৮			৯	১০
			খুব বেশি	বেশি	আংশিক				খুব বেশি	বেশি	আংশিক		

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম

গবাদিপশুর ক্ষতি		হাঁসমুরগির ক্ষতি		ফসলাদি বিনষ্ট		ফসলাদির আংশিক ক্ষয়ক্ষতি		লবণের ক্ষতি		চিংড়ির ক্ষতি		ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (সংখ্যা)		আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (সংখ্যা)	
১১		১২		১৩		১৪		১৫		১৬		১৭		১৮	
সংখ্যা	টাকা (হাজার)	সংখ্যা	টাকা (হাজার)	পরিমাণ	টাকা (হাজার)	একর	টাকা (হাজার)	একর	টাকা (হাজার)	একর	টাকা (হাজার)	স্কুল/ মাদ্রাসা	কলেজ	স্কুল/ মাদ্রাসা	কলেজ

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম

ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ/মন্দির	ধ্বংস সড়কসমূহ (কি.মি.)		আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ		ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁধ (কি.মি.)		আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ	ক্ষতিগ্রস্ত বন (টাকায়)	ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ (টাকায়)	ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ (টাকায়)	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকারখানাসমূহ	
১৯	২০		২১		২২		২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	
সংখ্যা	পাকা	কাঁচা	পাকা	কাঁচা	ভীষণভাবে	সামান্য		হাজার	হাজার	হাজার	সংখ্যা	(হাজার টাকায়)

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম

মৎস খামারসমূহ		ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপসমূহ (সংখ্যা)			পুকুর/ জলাশয়	নৌকা/ট্রলার		মাছধরা জাল		তাঁত		অন্যান্য
২৮		২৯			৩০	৩১		৩২		৩৩		৩৪
সংখ্যা	টাকা (হাজার)	গভীর নলকূপ	অগভীর নলকূপ	হস্ত চালিত নলকূপ	(সংখ্যা)	সংখ্যা	টাকা (হাজার)	সংখ্যা	টাকা (হাজার)	সংখ্যা	টাকা (হাজার)	

৬.৪ উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

সহায়ক তথ্য - ৬.৪.১

৬.৪.১ উদ্ধার ও স্থানান্তর (Rescue)

দুর্যোগ পরবর্তী স্থানান্তরই উদ্ধার। প্রাণহানী থেকে রক্ষা করাই উদ্ধার।

লক্ষ্য:

১. জীবন রক্ষা করা

২. জীবন ও সম্পদের অধিক ক্ষতি রোধ করা

কাজ:

১. উদ্ধারকৃত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করা।

২. উদ্ধারকৃত জনগোষ্ঠীর মনোবল বৃদ্ধিতে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগানো।

৩. উদ্ধারকাজ যতদূর সম্ভব সম্পন্ন করা।

৪. প্রয়োজনে মৃতদেহ স্থানান্তর এবং তাদের সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. ভগ্নপ্রায় অবকাঠামো থেকে জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ দুরত্বে রাখা

৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ রাখা।

সহায়ক তথ্য - ৬.৪.২

৬.৪.২ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

কেন করবেন?

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাময়িক আশ্রয় এবং সম্পদের নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার উদ্দেশে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (৯-১১ সদস্য বিশিষ্ট যার মধ্যে অনুপাতিক হারে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। গঠন করতে হবে এবং কমিটির দায়-দায়িত্বের সিদ্ধান্তের রেজুলেশন থাকতে হবে।

কিভাবে করবেন

- স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, উঁচু জমি, উঁচু বাঁধ ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে প্রত্যেক পরিবারের জন্য তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/ব্লিচিং পাউডারের ব্যবস্থা রাখা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে জরুরী ভিত্তিতে খাবার পানি ও রান্না করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অস্থায়ী ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে আলাদা ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থা করা (বিশেষ করে নারীদের গোসলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা)।
- আশ্রয়কেন্দ্র সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যাকর পরিবেশে বসবাস করার জন্য আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা রাখুন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে শৃংঙ্খলা/নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন করা ও গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী করে স্টোরিং করা এবং তারা চলে যাওয়ার সময় তাদের মালামাল বুঝিয়ে দেওয়া।
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার সকল বিষয় নিশ্চিত করা।

অধিবেশন ০৭: দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৭.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি এবং ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতি?

৭.২ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

৭.৩ জলবায়ু পরিবর্তনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

৭.৪ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ

৭.৫ অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে ধারণা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি ও পদ্ধতি , জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ, এবং অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সময় ঃ ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার ।

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৭.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • ২/৩ জনের উত্তর শুনুন এবং এগুলো লিপিবদ্ধ করবেন বোর্ডে বা পোষ্টার পেপারে তারপর সহায়ক তথ্য মিলিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের প্রয়োজনীয়তা **(সহায়ক তথ্য ৭.১.১ অনুযায়ী)** ব্যাখ্যা করবেন । • সহায়ক পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ৭.১.২ অনুযায়ী) ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপনা করবেন এবং দলীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে তা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন ।	৫মিনিট
৭.২ ও ৭.৩	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগের সময়, পরিমান বা ব্যাপকতা কি আগের (২০-২৫ বৎসর পূর্বের মত) মতো আছে নাকি কোন পরিবর্তন হয়েছে তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • ২/৩ জনের উত্তর শুনুন এবং এগুলো লিপিবদ্ধ করুন বোর্ডে বা পোষ্টার পেপারে তারপর সহায়ক তথ্য মিলিয়ে বলুন যে এগুলো হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য এবং এর জন্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃষ্টিপাত কমে গেছে এবং প্রাকৃতিক আপদসমূহের ব্যাপকতা ও	১০ মনিট

	ভয়াবহতা ও বেড়ে গেছে তা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন । ● প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক (সহায়ক তথ্য ৭.২ ও ৭.৩ অনুযায়ী) জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বর্ণনা করবেন ।	
৭.৪	● সহায়ক ভিআইপিপি কার্ডে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন । ● সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩/৪টি দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন । ● দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ন খাতসমূহে প্রভাব পোষ্টার পেপারে লিখতে বলবেন । ● পরবর্তীতে প্রতিটি দলকে তাদের চিহ্নিত বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাতে বলবেন । পরিশেষে মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যর মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন । ● প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.৪ অনুযায়ী)** বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
৭.৫	● সহায়ক অভিযোজন কৌশল কি ব্যাখ্যা করবেন । ● প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সেশন ৭.৪ এ চিহ্নিত অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । ● প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.৫ অনুযায়ী)** অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৫মিনিট

৭.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি এবং ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতি?

সহায়ক তথ্য - ৭.১.১

৭.১.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি এবং ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতি?

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কি?

একটি সমাজের বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কাঠামোগত ধারণা হলো-দুর্যোগের প্রতিকূল প্রভাব সীমিত (প্রশমন ও প্রস্তুতি) বা পরিহার (প্রতিরোধ) করা, যা বৃহদ্বার্থে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের অংশ।

ঝুঁকি হ্রাস এমন কোন বিষয় না যা নতুন করে পরিকল্পনা করতে হয় বা বাস্তবায়ন করতে হয় বরং প্রতি নিয়ত আমরা যে উন্নয়ন কর্মকান্ড করি সেগুলো করার সময় শুধু সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে কার্য সম্পাদন করা । একটা উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে পারি- ধরা যাক, এলাকায় একটি রাস্তা করা হবে যা উন্নয়নের ধাপ বলা যায়, এখন ঝুঁকি বিবেচনা বা মূলস্রোতীকরন হল রাস্তাটি করার সময় এলাকার দুর্যোগের ঝুঁকিকে মাথায় রেখে করা । যেমন রাস্তাটি করার সময় সর্বোচ্চ বন্যার লেভেল বিবেচনা করা অথবা রাস্তাটি কি নতুন জলাবদ্ধতার জন্য প্রভাব ফেলবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা ,এতে রাস্তাটির জন্য ব্যয়ের উপর তেমন একটা বেশী প্রভাব পড়বে না কিন্তু এর থেকে যা সুবিধা পাওয়া যায় তা অনেক বেশী, শুধু এই বিষয়টি বিবেচনা রাখার ফলে বন্যার সময়েও মানুষের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখে।

এভাবে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় ঝুঁকি হ্রাস করণ বিষয়ে। যেমন -

– ঘর তৈরীর সময় সম্ভাব্য আপদ ও ঝুঁকি মাথায় রেখে ঘর নির্মাণ করা

- মূল ঘর হতে পায়খানা ও নলকপূ দূরে না করে কাছাকাছি করা যাতে করে দুর্যোগের সময় এরূপ জরুরী প্রয়োজনগুলি দুরহঃ না হয়ে পড়ে

- শহর এলাকায় বিল্ডিং করার সময় ভূমিকম্পের ঝুঁকি মাথায় রেখে ভূমিকম্পসহনশীল ঘর তৈরী করা

- স্কুল বা অন্য কোন অবকাঠামো এমনভাবে তৈরী করা যাতে দুর্যোগ মুহূর্তে মানুষ সেটাকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে

- জরুরী সেবা প্রদান যেমন - হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস পানি সরবারহ ব্যবস্থা এমনভাবে করা যাতে জনগনের জরুরী সেবা পাবার পথ বন্ধ করে না দেয় ।

স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের প্রয়োজনীয়তা

যদি আমরা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকে স্থানীয় উন্নয়নের পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হব:

- জাতীয় দারিদ্র্য কমানো
- অবকাঠামো, জীবন, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষতি প্রতিরোধ
- টেকসই উন্নয়ন
- জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন
- বিপদাপন্ন অবস্থা কমানো
- দুর্যোগ কমানো।

সহায়ক তথ্য - ৭.১.২

ঝুঁকি হ্রাস পদ্ধতি

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সিডিএমপি প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস মডেল তৈরী করেছে।

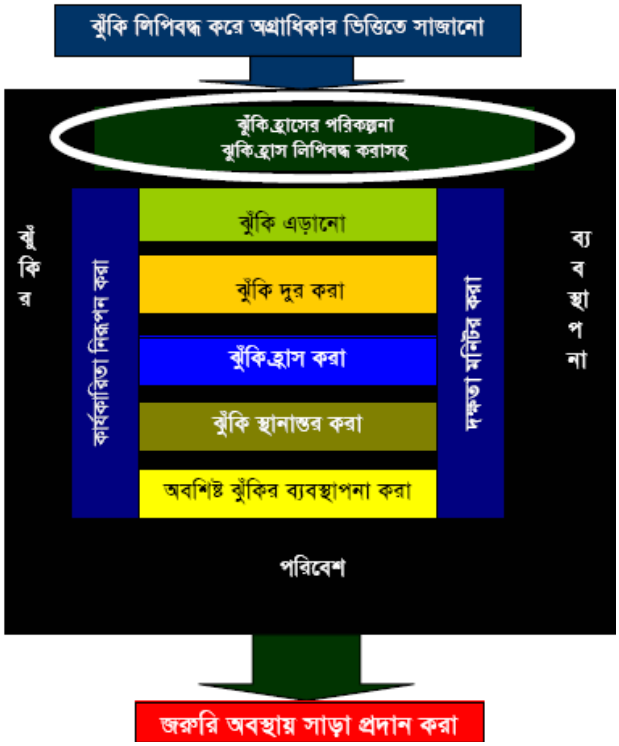

ঝুঁকি এড়ানো:

ঝুঁকি এড়ানো হলো এমন কিছু না করা যা ঝুঁকি আনতে পারে । ঝুঁকি এড়ানো মনে হতে পারে সকল ঝুঁকির উত্তর, কিন্তু ঝুঁকি এড়ানো বলতে ঝুঁকি গ্রহণ করলে, সম্ভাব্য যা অর্জন হতে পারত তা হারানোও বুঝাতে পারে। একটি উদাহরণ এভাবে বলা যায়, সম্ভাব্য বন্যার আশঙ্কায় ধান চাষ না করার ঝুঁকি না নেয়া, ফলে সম্ভাব্য ধান উৎপাদন না হয়ে ধানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

ঝুঁকি দুর করা:

ঝুঁকি দূর করা বলতে বুঝায় আপদ ঘটার আশঙ্কা দুর করা বা এর পরিণতি দূর করা। উভয়ই তত্ত্বগত ভাবে সম্ভব, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে আপদ দুর করা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বন্যার পানিতে জলমগ্ন হওয়ার ঝুঁকি দুর করতে পারে, কিন্তু এর ফলে জলাবদ্ধতা বা নদীতে জমাকৃত পলির ফলে নাব্যতা হারাতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকি দুরীকরণ বলতে কাঠামোগত পরিমাপ বুঝায়। কেউ কেউ একে দুর্যোগ প্রতিরোধ বলে থাকে।

ঝুঁকি হ্রাসঃ

ঝুঁকি হ্রাস বলতে বুঝায়, একটি প্রক্রিয়া যা ক্ষতির তীব্রতা কমায়। আপদ বা বিপদাপন্নতা কমিয়েও ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে। দুর্যোগ কমানো ও দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি সাধারনত ঝুঁকি হ্রাস কৌশলের মধ্যে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, উপকূলীয় বৃক্ষরোপণ ঘূর্নিঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করে ঘূর্নিঝড়ের পরিণতি কমাতে পারে। জলাবদ্ধতা অবস্থায় পানিতে সার মিশিয়ে মৃত্তিকাবিহীন কৃষি প্রতিষ্ঠিত করে খাদ্য ঘাটতি বিপদাপন্নতা হ্রাস করে জলাবদ্ধ অবস্থায় আয় করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বন্যা সহনীয় ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন এবং ভাসমান বীজতলা বন্যার ঝুঁকি কমানোর অন্য আর একটি উদাহরণ। আপদে জীবিকার স্থিতিস্থাপকতা এভাবে ঝুঁকি হ্রাসের একটি পন্থা হতে পারে।

ঝুঁকি স্থানান্তরঃ

ঝুঁকি স্থানান্তর বলতে বুঝায় এক প্রকার চুক্তি বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অন্য দিকে ঝুঁকির দিক পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে।

অবশিষ্ট ঝুঁকির ব্যবস্থাপনাঃ

অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় ঝুঁকি ঘটে যাওয়ার পরে ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করা। সকল ঝুঁকি যা এড়ানো যায় না বা দুর করা যায় না বা কমানো যায় না বা পরিবর্তন করা যায় না তাদের অবশিষ্ট ঝুঁকি বলে। এটা ঐ সকল ঝুঁকিকে যুক্ত করে যা খুব বড় বা আকস্মিক এবং যা কমানো যায় না। যুদ্ধ হলো এর একটি উদাহরণ, যেখানে অধিকাংশ সম্পদ রক্ষা করা যায় না আবার ঝুঁকি কমানোও যায় না। ফলে যুদ্ধের কারণে ক্ষতি অবশিষ্ট থেকেই যায়। পাহাড়ি ঝড়ে শস্যের ক্ষতি এমন একটি অবশিষ্ট ঝুঁকি হতে পারে।

সহায়ক তথ্য - ৭.২

৭.২ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকা বা অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থান। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বিশ্ব উষ্ণয়ন নামে অবিহিত। উষ্ণতা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ, প্রতিবেশ এবং জনগণ এর প্রভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন পাল্টে দিচ্ছে আবহাওয়ার ধরণ এবং ঋতু বৈচিত্র। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ইত্যাদি বেশি ঘটছে ও ঘটার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফলে ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। এসব দুর্যোগ হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং কোটি কেটি টাকার সম্পদ হানি করছে যার প্রভাব পড়ছে লাখ লাখ মানুষের জীবিকার উপর। গত শতাব্দীতে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমান ২৩%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমান ১৯% এবং মিথেনের পরিমান ১০০% বেড়েছে (আপিসিসি চতুর্থ প্রতিবেদন, ২০০৭)।

বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাস সূর্যরশ্মির তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। এধরনের গ্যাসসমূহকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলে। গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর প্রভাবেই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তা না হলে এই তাপমাত্রা কমে দাড়াত হিমাঙ্কের নিচে ১৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তারও কম পৃথিবী পরিণত হত হিমশীতল প্রাণহীন গ্রহে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রজেন অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমান মারাত্নকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবী দ্রুত উত্তপ্ত হচ্ছে।

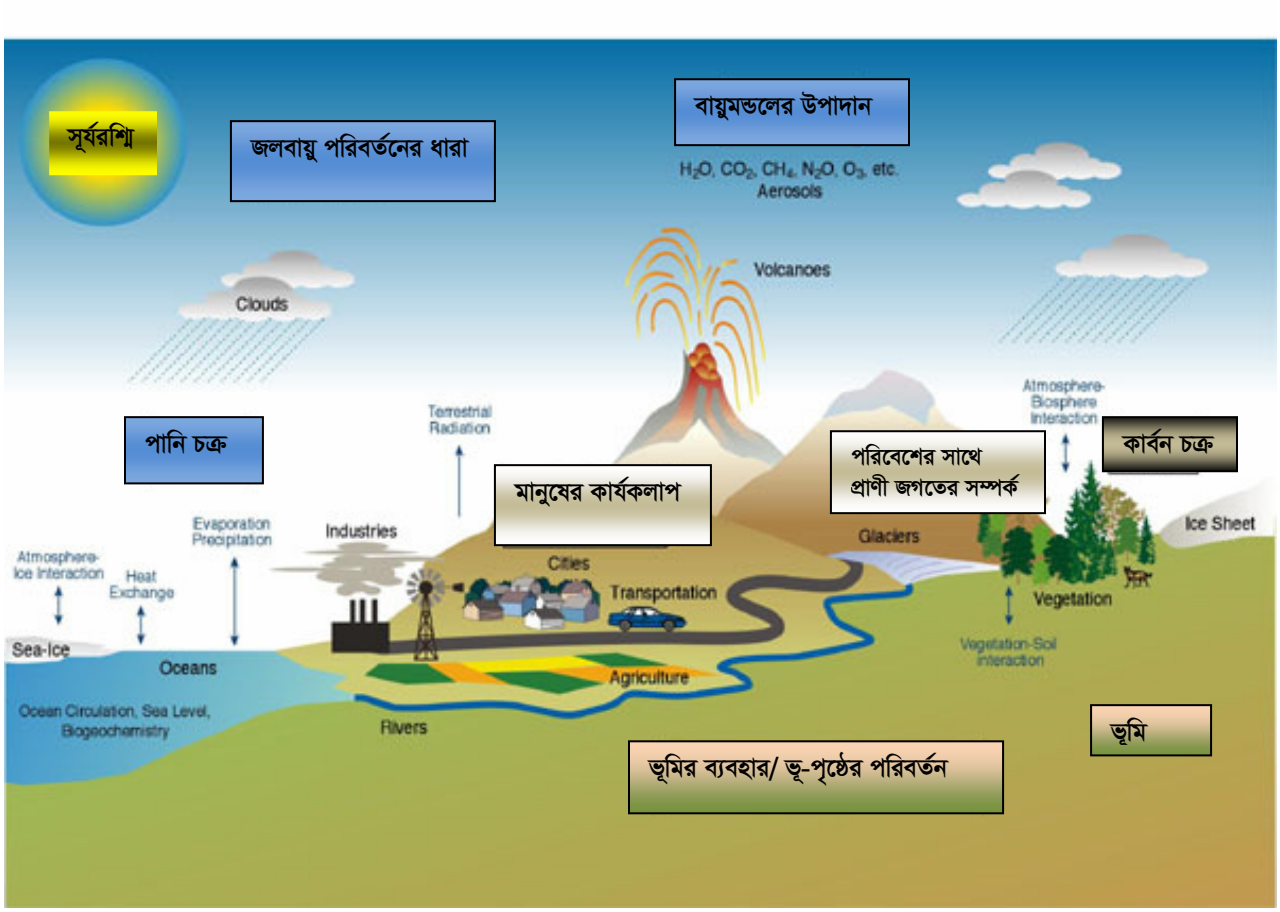

ফ্ল্যাশকার্ড- ৭.২

বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহ সূর্যের তাপ ধরে রেখে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলে। পানি চক্র ও কার্বণ চক্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বাষ্পীয়ভবন, মেঘ ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানি চক্র সম্পন্ন হয়। পরিবেশের সাথে প্রাণীজগৎ অক্সিজেন ও কার্বণ বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু মানুষ তার কার্যকলাপের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ফলে বায়ুমন্ডলের যে উপাদানগুলোর তাপধারন ক্ষমতা বেশী (যেমন-কার্বণ), সেগুলোর পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্দি পাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

ফ্ল্যাশকার্ড থেকে দেখা যাচ্ছে সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশের সময় কিছু আলোকরশ্মি গ্রীণ হাউজ গ্যাসের বাঁধার কারণে মহাশূন্যে ফিরে যায় আবার পৃথিবী তার কিছু তাপ মহাশূন্যে পরিত্যাগ করে। তাপ মহাশূন্যে ফিরে যাওয়ার পূর্বে প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুমন্ডলের উপাদান গ্রীন হাউজ গ্যাস কছু তাপ জলীয় বাষ্পের আকারে ধারন করে এবং পরবর্তীতে তা থেকে সীমিত পরিমাণ তাপ মহাশূন্যে পরিত্যাগ করে। প্রাকৃতিক ভাবে পৃথিবীতে তাপ প্রবেশ এবং ফিরে যাওয়ার এ-প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে; আর এই ভারসাম্য না থাকলে পৃথিবী এতোটাই শীতল হয়ে যেতো যে মানুষ বসবাস করতে পারতো না।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য আমরাই দায়ী। কারণ মানুষের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপ বায়ুমন্ডলের গ্রীন হাউজ গ্যাস গুলো ধারন করে রাখে, যা মহাশূন্যে পরিত্যাগ করতে পারে না।

সহায়ক তথ্য - ৭.৩

৭.৩ জলবায়ু পরিবর্তনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবনব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বদ্বীপ হলো বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ অঞ্চল বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। সাধারন ধারণা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ অতিরিক্ত প্রাকৃতিক আপদসমূহ যেমন: অধিকতর বন্যা, অসময়ে বন্যা, অনিয়মিত বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা, তাপদাহ, শৈত্য প্রবাহ, নদীনালা ভরাট, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, অধিকতর সংখ্যায় ও তীব্রতায়, ঘূর্ণিঝড়, অধিকতর ঘনঘন মাত্রায় জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হচ্ছে।

ক) তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার পরিবর্তন

গ্লোবাল সার্কুলেশন মডেল অনুয়ায়ী বাংলাদেশে ২০৩০ সাল নাগাদ গড় তাপমাত্রা ১.৩° সে. ও ২০৭০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা ২.৬° সে. বৃদ্ধি পাবে।

নাপায় উলেখিত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জলবায়ুগত পরিবর্তন আশংকা

সন	তাপমাত্রার পরিবর্তন (° সে) গড় (পরিমিত ব্যবধান)			বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন (%) গড় (পরিমিত ব্যবধান)			সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (সেমি)
	বার্ষিক	শীতকালে	গ্রীষ্মকালে	বার্ষিক	শীতকালে	গ্রীষ্মকালে	
২০৩০	১.০	১.১	০.৮	৫	-২	৬	১৪
২০৫০	১.৪	১.৬	১.১	৬	-৫	৮	৩২
২১০০	২.৪	২.৭	১.৯	১০	-১০	১২	৮৮

বর্ষাকালের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় শীতকালের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার বেশি হবে। শীতের তীব্রতা অনেকটাই কমে যাবে, অথচ গ্রীষ্মকালীন গরমের মাত্রা ক্রমশ: বেড়ে যাবে। এতে ষড়ঋতুর বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর বদলে কেবল চারটি ঋতু আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

খ) বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও তীব্রতার পরিবর্তন

২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বাড়বে যথাক্রমে ৫ ও ৬ শতাংশ হারে, যা ২১০০ সাল নাগাদ আরো বেড়ে দাড়াবে বর্তমানের তুলনায় ১০ শতাংশ। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, শীতকালীন বৃষ্টিপাত বর্তমানের তুলনায় যথাক্রমে ২, ৫ ও ১০ শতাংশ হারে কমে যাবে। এছাড়া আশংকা করা হচ্ছে যে, দেশের কোথাওবা ভারি বৃষ্টিপাতময় দিনের সংখ্যা বেড়ে যাবে, অন্য কোথাও ভরা বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব দেখা দেবে। আশংকা করা হচ্ছে যে, বর্ষা মৌসুমের শেষাংশে নিম্নচাপ-তাড়িত বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যাবে।

গ) আপদের মাত্রা ও তীব্রতার পরিবর্তন

বন্যা: বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত বাড়লে নদীতে পানি প্রবাহ বাড়বে এবং সেই সাথে বাড়বে মাঝারি থেকে বড় বন্যার মাত্রা ও তীব্রতা । আশংকা করা হচ্ছে যে, যেকোনো দুটি বড় বন্যার মধ্যবর্তী সময়কাল ক্রমশঃ কমতে থাকবে। যেমন- ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭-এর বন্যা ।

খরা: শীতকালীন বৃষ্টি কমে যাওয়া এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত বাষ্পীয়ভবন বেড়ে যাওয়ায় খরার প্রবণতা বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরার কারণে শুকনো (রবি) মৌসুমের কৃষি কাজে তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ।

লবণাক্ততা: নদীর পানি প্রবাহ কমে গিয়ে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়াবে। উপকূলীয় এলাকার নদীগুলোয় লবণাক্ততা বাড়ার কারণে উপকূলীয় কৃষি, বিশেষতঃ শুকনো মৌসুমের কৃষি, ব্যাপকভাবে ব্যাহত হবে ।

ঝড় ও জলোচ্ছাস: উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণি বায়ুর কারণে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাস বেড়ে যাবে এবং উপকূলীয় এলাকার জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

নদী ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা: হাজার হাজার বছর ধরে নদীর ভাঙ্গা গড়া প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং নদী ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে।

সহায়ক তথ্য - ৭.৪

৭.৪ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে- কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পানি সম্পদ, জীবিকা, অবকাঠামো, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি ।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তাঃ অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারনে শতকরা ৬০ ভাগ ফলন হ্রাস পাবে । যা হবে মূলতঃ শস্যের জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে । এমনটাও আশংকা করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে ।

স্বাস্থ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্যখাতের জন্য নতুন হুমকি হয়ে উঠতে পারে । এছাড়া, দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্যহানির আশংকা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানিবাহিত ও অন্যান্য রোগ যেমন – ডায়রিয়া, টাইফয়েড ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বর্তমানের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে । চৈত্র-বৈশাখ ও ভাদ্র মাসের গরমে শিশু এবং বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যহানির আশংকাও রয়েছে ।

পানি সম্পদঃ তীব্র বন্যা এবং সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সড়ক যোগাযোগ ও স্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে । অন্যদিকে সমুদ্রের পানির উজানমুখি ধাক্কা আরো বেশি সক্রিয় থাকার কারণে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া উপকূলীয় ভেড়ি বাঁধগুলো দ্রুত ক্ষয়ে যাবে, এমনকি কোনোটির অংশবিশেষ হঠাৎ ভেসে গিয়ে বাঁধের ভিতরের মানুষ ও স্থাপনার জন্য দুর্যোগ বয়ে আনবে ।

জীবিকাঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যায় বাংলাদেশের কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । যেহেতু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বেড়ে যাবে, কৃষি পর্যদুস্ত হলে তা দারিদ্র্যের বিস্তৃতি ঘটতে পারে । জলবায়ু পরিবর্তনের সার্বিক প্রভাব পড়বে কৃষি পণ্য উৎপাদনে, কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন ও জীবিকায় । কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থানের বদলে জলবায়ু-তাড়িত বেকারত্বও দেখা দিতে পারে ।

অবকাঠামোঃ বাংলাদেশে প্রতিদিন বহু মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশ উদ্বাস্তু হচ্ছে । নদী ভাঙ্গন, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি কারনে মানুষ ঘরবাড়ী, জমি হারিয়ে পরবর্তীতে শহরাঞ্চলের বস্তিতে জীবন যাপন করে । ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯৩ টি বড় ধরনের দুর্যোগ হয় যা কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ৫৯০ কোটি ডলারের ক্ষতি সাধন করে ।

জীববৈচিত্র্যঃ জীববৈচিত্র্য বলতে পৃথিবীতে বসবাসকারী বৈচিত্রময় প্রাণীকূলকে বুঝায় । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে গেলে মানুষ ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরুপ প্রভাব পড়বে । এর ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে মাছের প্রজণনের ব্যাঘাত ঘটছে । অত্যাধিক কুয়াশার কারনে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে ।

সহায়ক তথ্য - ৭.৫

৭.৫ অভিযোজন কৌশল (Adaptation Machanism) সম্পর্কে ধারণা

অভিযোজন কৌশল কি এবং গুরুত্ব?

অভিযোজন কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ফলাফলের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া যায় এবং স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় ।

অভিযোজন কৌশল জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসকরণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।আমাদের স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলনগুলিকে মূল্য দেওয়া উচিৎ এবং তাদের মুল্যমান বাড়ানোর জন্য যথাসম্ভব উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও নিজেদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবেলায় সকলের সর্বস্তরে খাপ খাওয়ানো অভিযোজন করণীয় ও দায়িত্ব রয়েছে । উন্নয়ন খাত সমূহে অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশলের একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলো-

খাতসমূহ	অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল
পানি	বৃষ্টির পানি ধারণ: পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কৌশল রপ্ত করা; ব্যবহৃত পানি পুনরায় ব্যবহার; লবণাক্ততা দূরীকরণ; পানির ব্যবহার ও সেচে দক্ষতা অর্জন
কৃষি	চারা রোপনের সময় নির্ধারণ; শস্য বৈচিত্র্য; ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, যেমন-বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ
অবকাঠামো	পুনর্বাসন: ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম বসতি ও মাছ ধরার নৌকার কাঠামো উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীল বাঁধ নির্মাণ: প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা
জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিসেবা: জরুরি স্বাস্থ্যসেবা;জলবায়ুজণিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ: বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
যোগাযোগ	পূনর্বিন্যাস ও পুনর্বাসন: রাস্তার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন; নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ মানানসই অবকাঠামো নির্মাণ করা
শক্তি	বন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ: জ্বালানীর সু-ব্যবহার; পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসের ব্যবহার একটিমাত্র শক্তির উৎস থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে

অভিযোজন কৌশলের আরো উদাহরণ :

- বন্যাপ্রবণ চরে / গ্রামে নতুন বাড়ী করার সময় সাধারনত দেখা যায় বাড়ীর উঠানের চেয়ে ঘরের মেঝে উঁচু করা হয় । আবার রান্না করার জায়গা, গবাদি পশু রাখার ঘর উঁচু করা হয় ।
- বন্যা প্রবণ এলাকায় বসবাসকারী পরিবারের নারী পুরুষেরা স্থানান্তর যোগ্য মাটির চুলা তৈরী করে থাকে । উঠানে বা রান্না ঘরে পানি হলে মাচার উপরে বা চালের উপরে, বাঁধের উপরে, নৌকায় রান্না করে ।
- পাড়া বা গ্রামের মধ্যে কোন রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট ভেঙ্গে গেলে গ্রামের নারী পুরুষ সম্মিলিত ভাবে তা মেরামত বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করে চলাচল অব্যাহত রাখে ।

অধিবেশন ০৮: ঝুঁকি নিরুপন ও ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ণ

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৮.১ ঝুঁকি নিরুপন কি?

৮.২ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিশ্লেষণ

৮.২.১ দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সহায়তা

৮.২.২ সম্পদ ও ঝুঁকি মানচিত্র অনুশীলন

৮.৩ ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন

৮.৪ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের কৌশল

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিশ্লেষণ, ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের কৌশল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ১.৩০ ঘন্টা

প্রশিক্ষন উপকরণ ঃ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৮.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরুপন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • সহায়ক পোষ্টার ও পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরুপন সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ৮.১ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদেও মতামত জানবেন।	১৫ মিনিট
৮.২	• সহায়ক শুরুতে এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিশ্লেষণ ফরমেট ব্যখ্যা করবেন **(সহায়ক তথ্য ৮.২.১ অনুযায়ী)**। পরবর্তীতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে স্থানীয় অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্যোগ বিশ্লেষণ ফরমেট অনুযায়ী অগ্রাধিকারভিত্তিক দুর্যোগের তালিকা, দুর্যোগের ৩টি কারণ এবং ৩ টি সম্ভাব্য সহায়তা লিখতে বলবেন। • দলীয় আলোচনা শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলের উপস্থাপনা এবং শিখনকে সমৃদ্ধ করবেন। • সহায়ক মানচিত্র অঙ্কন বিষয়ে ধারণা প্রদান করবেন **(সহায়ক তথ্য ৮.২.২ অনুযায়ী)**। পরবর্তীতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং **৮.২.২-এ** প্রদত্ত ঝুঁকি ও	৪০ মিনিট

	সম্পদের মানচিত্র নমুণা অনুযায়ী এলাকার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও সম্পদ চিহ্নিত করতে অনুরোধ করবেন । ● দলীয় আলোচনা শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন । ● অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলের উপস্থাপনা এবং শিখনকে সমৃদ্ধ করবেন ।	
৮.৩	● সহায়ক ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ৮.৩.১)** এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । ● প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন । সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৮.৩.২ অনুযায়ী)** কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ছক সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । ● উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়ক কর্মপরিকল্পনার ছকটি পূরণ করবেন ।	২৫ মিনিট
৮.৪	● সহায়ক পোষ্টার ও পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের কৌশল সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ৮.৪ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদেও মতামত জানবেন । ● প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৮.১

৮.১ ঝুঁকি নিরুপন কি?

জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার অনুশীলনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য, পূর্বানুমান এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সকল পেশা ও সামাজিক শ্রেণীর নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এটা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং তা নিরসনের কৌশল আলাদা। সিআরএ-তে স্টেকহোল্ডার দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছানো, সমাধানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং সবশেষে একটি বাস্তবায়ন যোগ্য ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতিতে একে অন্যেও মতামতের প্রতি সম্মান দেখানোকে উৎসাহিত করা হয়।

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরুপণের তিনটি অন্তসম্পর্কিত ধাপ রয়েছেঃ

১. আপদ চিহ্নিত করা

২. ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা

৩. ঝুঁকি মূল্যায়ণ করা

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ মডেল

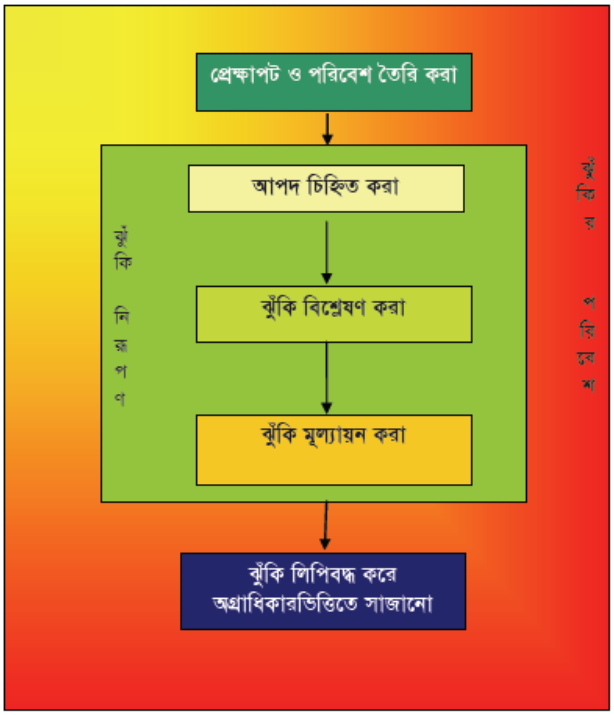

৮.২ এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ বিশ্লেষণ

সহায়ক তথ্য - ৮.২.১

৮.২.১ দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সহায়তা

ফরম্যাটঃ দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সহায়তা

দুর্যাগের ধরন (এলাকাভিত্তিক)	র‍্যাংকিং ১=(বেশি ক্ষতি করে)	কারণ	সহায়তা

সহায়ক তথ্য - ৮.২.২

৮.২.২ সম্পদ ও ঝুঁকি মানচিত্র অনুশীলন

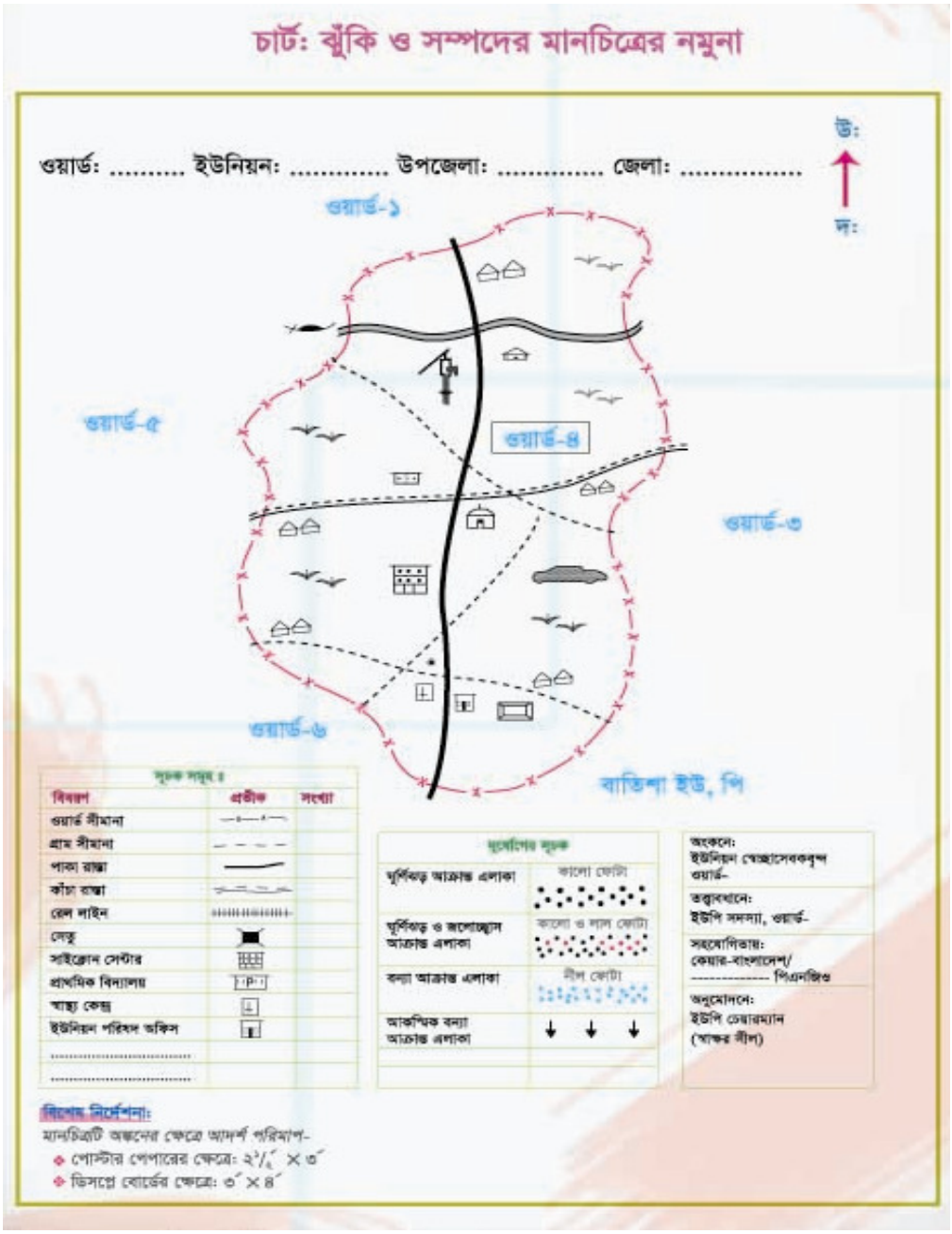

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- আপদের মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কারভাবে অবগত করুন
- কিভাবে আপদের মানচিত্র অঙ্কন করবেন সে সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন
- গ্রাম সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা রাখেন এমন অংশগ্রহণকারীদেরকে আপদের মানচিত্র অংকনের জন্য উৎসাহিত করুন
- মানচিত্র অংকনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও বিভিন্ন রঙের কলম ও পেনসিল নিন
- প্রথমে বড় কাগজে গ্রামের/ওয়ার্ডের/ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করুন এবং মানচিত্রের দিক নির্ধারণ (পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ) করুন
- পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রামের সীমারেখা ঠিক করুন এবং প্রতিটি সীমানার বাইরে অবস্থিত স্থানের নাম উল্লেখ করুন ।
- এবারে গ্রামের প্রধান সড়কটিকে মানচিত্রে অংকন করুন
- প্রধান সড়কের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য রাস্তাগুলোকে মানচিত্রে উল্লেখ করুন
- এবারে ক্রমান্বয়ে ঘর-বাড়ী, ফসলের ক্ষেত, আশ্রয়কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গ্রামীণ অবকাঠামোগুলোকে মানচিত্রে উল্লেখ করুন
- মানচিত্রে স্থাপনাগুলোকে সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন । প্রয়োজনে এ ব্যাপারে মানচিত্রে ব্যবহারের জন্য সাংকেতিক চিহ্নের নমুনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দিন এবং ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে মানচিত্রে উল্লেখ করুন
- মানচিত্রে স্থাপনাগুলোকে উপস্থাপনের পরে নির্দিষ্ট আপদটি এলাকার কোথায় কোথায় প্রভাবিত করে তা রঙিন পেনসিলের মাধ্যমে রঙ করে উল্লেখ করুন ।

মনে রাখবেন

সাধারণত গ্রামের মানুষ কাগজের উপর দিকে উত্তর, নীচের দিকে দক্ষিণ, বামের দিকে পশ্চিম এবং ডানের দিকে পূর্ব এভাবে মানচিত্র অঙ্কনে অভ্যস্ত নয় । তাই তাদেরকে তাদের মত করে স্বাচ্ছন্দে মানচিত্র অঙ্কন করতে বলুন । অথবা তাদেরকে উত্তরমুখি করে বসিয়ে মানচিত্র অঙ্কন করতে দিন ।

ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্রের বিভিন্ন সূচক

বিবরণ	সূচক	সূচক
উপজেলা সীমানা		
ইউনিয়ন সীমানা		
ওয়ার্ড সীমানা		
গ্রাম সীমানা		
পাকা রাস্তা		
কাঁচা রাস্তা		
ভেড়ি বাঁধ		
রেল লাইন		
সেতু		
স্লুইস গেট		
সাইক্লোন সেন্টার		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	P	
উচ্চ বিদ্যালয়	H	
কলেজ	C	
মাদ্রাসা	M	
স্বাস্থ্য কেন্দ্র		
ইউনিয়ন পরিষদ অফিস		
উপজেলা পরিষদ অফিস		

শিল্প কারখানা		
খাল/নদী		
নদী/সমুদ্র ঘাট		
পুকুর		
মসজিদ		
মাজার/কবরস্থান		
মন্দির		
বসতী এলাকা		
পাহাড়		
আবাদী জমি		
উপকূলীয় সবুজ বেস্টনী		
বনভূমি		
রেল ষ্টেশন		
বাস ষ্ট্যান্ড		
বাজার/হাট		
বিদ্যুৎ লাইন		
টেলিফোন লাইন		
বিল/নিম্নভূমি/জলাভূমি		
গভীর নলকূপ/নলকূপ		
ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা		
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আক্রান্ত এলাকা		
বন্যা আক্রান্ত এলাকা		
আকস্মিক বন্যা আক্রান্ত এলাকা		

সহায়ক তথ্য - ৮.৩.১

ইউনিয়ন ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা কি?

কোন সম্ভাব্য কিংবা চলমান সমস্যার সমাধানকল্পে করণীয় সুনির্দিষ্ট কাজ চিহ্নিত করে তা কে কখন কীভাবে করবে তার একটি পূর্ব ও যতদূর সম্ভব লিখিত রূপরেখাকেই কর্মপরিকল্পনা বলে ।

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

ক. কাজগুলি সুনির্দিষ্ট হতে হবে

খ. কাজগুলির মধ্যে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত থাকতে হবে

গ. প্রতিটি কাজ সম্পনের সম্পন্নের সময় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম থাকতে হবে

ঘ. দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ কাজটি সম্পন্নের জন্য রাজি থাকতে হবে

ঙ. পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহনে তৈরী করতে হবে

চ. পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে আর্থিক যোগান কোথা হতে আসবে তা উল্লেখ থাকবে

ছ. সময়সীমা বাস্তবসম্মত হতে হবে

পরিকল্পনার ফরমেট

ক্রমিক নং	ঝুঁকির বিবরণ	*কাজ	কে করবে	কখন করবে		কিভাবে	কোথায়	কে সহযোগীতা করবে	সম্পদ	মন্তব্য
				শুরু	শেষ					

* ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরী সাড়া প্রদান সংক্রান্ত কাজ

সহায়ক তথ্য - ৮.৩.১

স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরনের কৌশল

বিচ্ছিন্ন পানির প্রবাহকে একটি নদীর মূলধারায় নিয়ে আসা, যেখানে এটা প্রশস্ত হবে এবং এবং হারিয়ে না গিয়ে বা বিচ্ছিন্ন না হয়ে সহজে প্রবাহিত হতে পারবে। সে রকম সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ বর্ণনা করে একটি প্রক্রিয়া যা ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতি ও বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত করে একে সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন পড়বে। ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর জাতীয় অর্তনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যা Mainstreaming Risk Reduction-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

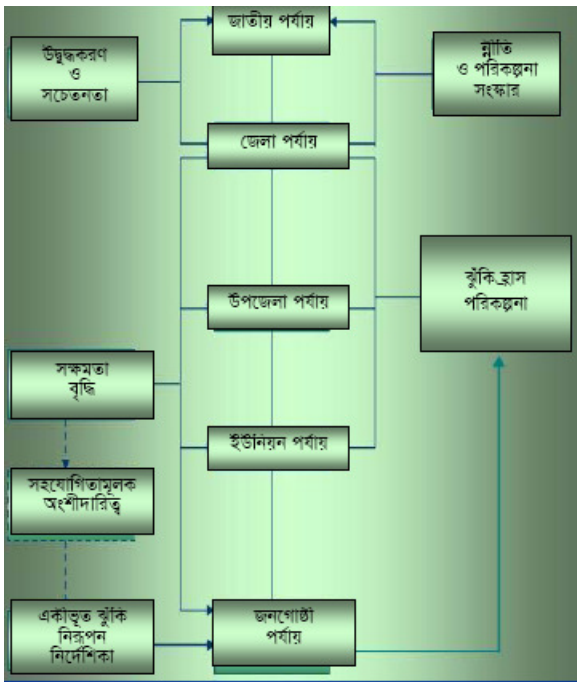

অধিবেশন ০৯ : দুযোগ হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে এ্যাডভোকেসি ও তার কৌশলসমূহ

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৯.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে ধারণা
৯.২ এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা
৯.৩ এ্যাডভোকেসীর পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী সম্পর্কে ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট/ লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৯.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • আলোচনার শুরুতেই সহায়ক এ্যাডভোকেসি সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। • পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৯.১ অনুযায়ী)** অংশগ্রহনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করবেন।	১০ মিনিট
৯.২	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৯.২ অনুযায়ী)** অংশগ্রহনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করবেন।	১০ মিনিট
৯.৩	• সহায়ক অংশগ্রহনকারীদেরকে এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এমন একটি কার্যক্রমকে চিহ্নিত করতে বলুন যা বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এলাকাবাসী বা ইউনিয়ন পরিষদের নেই। • এবারে অংশগ্রহনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক দলে বিভক্ত করুন এবং চিহ্নিত কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কি ধরনের এ্যাডভোকেসির কৌশল গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে দলীয় কাজ নির্ধরন করে দিন। • এ পর্যায়ে অংশগ্রহনকারীগণ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের এ্যাডভোকেসির কৌশল নির্ধারন করবেন। দলীয় আলোচনা শেষে সহায়ক প্রতিটি দলকে দলীয় উপস্থাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন এবং আন্যান্য দলকে মতামত প্রদানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবেন। সহায়ক একই সাথে প্রতিটি দলের উপস্থাপিত তথ্য গুলোকে একত্রিত করবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক চিহ্নিত কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে স্থানীয় জনগন, গন্যমান্য, কর্মরত এনজিও এবং সরকারী নির্দিষ্ট বিভাগকে সম্পৃক্ত করবে সে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনায় নিয়ে আসবেন (যদি বাদ পড়ে যায়)। • এই পর্যায়ে সহায়ক তথ্য ৯.৩ আনুযায়ী এ্যাভোকেসির পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে আবগত করবেন।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৯.১

এ্যাডভোকেসীর সম্পর্কে ধারণা

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত কোন একটি বিষয় নিয়ে সমাজের পক্ষে কারো সাথে দেন-দরবার করা। এই ধরণের দেন-দরবার কোন একক ব্যক্তি, সেবা প্রদানকারী সরকারি বেসরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ব্যক্তি ও যৌথ মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস উন্নয়নের কোন বিচ্ছিন্ন ইস্যু নয় বরং উন্নয়নের অন্যান্য ইস্যুর সাথে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনাকে যদি কার্যকর ও স্থায়ীত্বশীল করতে চাই তবে অবশ্যই সেই পরিকল্পনায় স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের অংশগ্রহণ এবং অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ্যাডভোকেসী হচ্ছে একটি কার্যকরী টুলস্ যা প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ্যাডভোকেসীর ইস্যু নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে-

- জনগণের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে
- বিষয়টি তাৎপর্য কিনা
- যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে
- বিষয়টির প্রতি জনসমর্থন থাকতে হবে
- নতুনত্ব থাকতে হবে।

সহায়ক তথ্য - ৯.২

এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত করা
- ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বিষয়টিকে জনগণের দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
- স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করা
- সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থাসমূহের সেবাদান কার্যক্রমকে গতিশীল করা
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জড়িত সকল পক্ষের কার্যক্রমের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা ।

সহায়ক তথ্য - ৯.৩

এ্যাডভোকেসী পদ্ধতিসমূহ

- বার্গেইনিং
- অবহিতকরণ সভা
- নেট ওয়ার্ক
- কর্মশালা
- সেমিনার
- নীতি নির্ধারণে কথোপকথন
- মিটিং/সমাবেশ/সংলাপ
- শোভাযাত্রা
- নেগোসিয়েশন
- মানব বন্ধন
- সংবাদ সরবরাহ, সংবাদ সম্মেলন
- স্মারকলিপি
- গণ নাটক

অধিবেশন ১০: সমাপ্তি অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১০.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা
১০.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষণ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুড মিটার ছক ।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
১০.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেও ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.১ অনুযায়ী)** বড় দলে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রমগুলো ঠিক করবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ।	১০ মিনিট
১০.২	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.২ অনুযায়ী)** প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে ভালোমত অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
১০.৩	• এবারে সহায়ক প্রশিক্ষণের অর্জিত শিখন ভবিষ্যতে ব্যবহারের অঙ্গিকারের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের দুই একজন প্রতিনিধিকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অনুরোধ করবেন । • পরিশেষে উদ্দিপনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য ১০.১

কর্মপরিকল্পনার ছক

ক্রমিক	কার্যক্রম	মেয়াদকাল	দায়িত্ব	প্রয়োজনীয় সহায়তা

সহায়ক তথ্য ১০.২

নিচের ছকের যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন ।

ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো না

<u>সহায়কের জন্য নির্দেশনা</u>

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন ।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ভালোমত অবগত করুন ।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন ।
- পরিষ্কার করে বলুন একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে ✓ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন ।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন ।

তথ্যসূত্র

১. **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল;** অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৬

২. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৩. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;** প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৪. **দুর্যোগ উত্তর মনো-সামাজিক পরিচর্যা ম্যানুয়াল;** নিরাপদ; সৌহার্দ্য কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ জুলাই ২০০৫

৫. **কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের নেতৃত্বে দুর্যোগের ঝুঁকি- ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** নিরাপদ; শাপলা নীড়, ২০০৯

৬. **ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষন-হ্যান্ডআউট;** নিরাপদ; কেয়ার বাংলাদেশ ও ইউএসএআইডি, মার্চ ২০০৭

৭. **সহায়িকা: জরুরী অবস্থায় শিশু সুরক্ষা;** সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৮. **সহায়িকা: মনোসমাজিক সেবা;** সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৯. **বন্যা প্রস্তুতি সহায়িকা;** একশন এইড বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৭

১০. **সহায়িকা: জরুরী কর্মসূচিতে শিশুর অংশগ্রহণ;**সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে আমাদেও করণীয়;** ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর, কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগাম, ২০০৮

১২. **অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ-প্রশিক্ষন সহায়িকা;** ডিজাস্টার ফোরাম; একশন এইড বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭

১৩. **বাংলাদেশের দুর্যোগ ও গণসচেতনতা;** এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপ্রেয়ার্ডনেস সেন্টার; বাংলাদেশ আরবান ডিজাস্টার মিটিগেশন প্রজেক্ট, কেয়ার বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০২

১৪. **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী;** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জানুয়ুরী ১৯৯৭ (Draft update approved version, 2010)

১৫. **দুর্যোগকোষ;** সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি(সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯

১৬. **সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক;** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, মে, ২০০৭

১৭. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি;** কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ফেব্রুয়ারী ২০১০

১৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১০

১৯. **জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমে আপৎকালীন পরিকল্পনা;** পার্টিসিপেটরি একশনস্ টুয়ার্ডস্ রিজিলিয়েন্ট স্কুলস্ এন্ড এডুকেশন সিস্টেমস্ (পারসেস), সেক্রেটারিয়েট, একশন এইড

২০. **"দুর্যোগ-ঝুঁকি ও প্রতিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল;** সেভ দি চিলড্রেন এলায়েন্স,মে,২০০৮

২১. **আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন মডিউল;** ইউএসএইড এবং সেভ দি চিলড্রেন , নভেম্বর ২০০৮

২২. **ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল;** সেভ দি চিলড্রেন

২৩. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল; সেভ দি চিলড্রেন**

২৪. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;** ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, জুলাই-২০০৫

২৫. **সন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেইভ দি চিলড্রেনু ইউএসএ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, আগষ্ট ২০০৬

২৬. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, নভেম্বর-২০০৫

২৭. **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রনয়ন নির্দেশিকা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৯. **স্টুডেন্ট ব্রিগেইড- ধারনা পত্র ও বাস্তবায়ন নীতিমালা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩০. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩১. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিএলসি, স্কুল এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক কর্মশালা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩২. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৩. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৪. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৫. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : চূড়ান্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন কর্মশালা-সিএলসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৬. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩৭. **জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড;** সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (CDMP).

৩৮. **Preparing Schools For A Safer Tomorrow- A Multi-Hazard Approach Manual on School Safety in Bangladesh**; ADPC, Plan Bangladesh, Islamic Relief Worldwide; European Commission, April 2010

৩৯. **Training Manual On Disaster Risk Reduction**; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009

৪০. **Documentation and Promotion of Transforable Indigenous Knowledge and Coping Strategies for Disaster Risk Reduction**; Care Bangladesh and BDPC, 2009

৪১. **Training Manual-Early Warning: Use and Practices;** UNDP

৪২. **Facilitators guidebook: practicing gender and social inclusion in disaster risk reduction;** CDMP**,** Directorate of relief and rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

- সমাপ্ত -